বিশালাক্ষী

উপন্যাস।

কলিকাতা, ১ নং বেচারাম চাটুর্য্যের লেন হইতে

শ্রীরাধানাথ মিত্র দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট হাডন্ প্রেস,

ডব্লিউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৬ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

মাননীয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত চৌধুরী ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র

মহোদয় সমীপেষু।

প্রিয় বন্ধু !

স্বার্থময় জগতে আদান প্রদান সম্বন্ধে একে অন্যে মিলিত এবং পরস্পর পরিচিত ও অনুগৃহীত হইলেও মণি-কাঞ্চনে কাচের বিনিময় দেখিতে পাওয়া যায় !

যে দিন 'প্রিয় বন্ধু' মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়াছেন, সেই দিনই মনে এক অভিনব অভিলাষ হয়, কিন্তু মনের সাধ মনেই মিলায়, মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না !

কল্পনার কত দিন পরে "বিশালাক্ষী" প্রকাশ করিলাম। যাহা আমার, তাহা আপনার আদরের—প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয়ই এই।

আমার "বিশালাক্ষী" আপনার কর-কমলে সাদরে অর্পণ করিলাম। আমাকে যখন প্রীতিচক্ষে দেখেন, বিশালাক্ষীও সেই আদরে আদরিণী হউক।

কলিকাতা।
১নং বেচারাম চাটুর্য্যের লেন,
১৫ই ভাদ্র, ১৩০৬ সাল।

আপনার
শ্রীরাধানাথ মিত্র।

বিশালাক্ষী

(১)

এক রাজার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। বৃদ্ধ দশায় অচিরে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এমন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার তাঁহার কেহই রহিল না, এই সকল চিন্তায় তিনি মগ্ন হওয়ায়, অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্‌বর্গ তাঁহাকে এরূপ ব্যথিত দেখিয়া সকলেই সহানুভূতি দেখাইল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তি লাভ হইল না; তিনি দিনে দিনে শোককাতর হইয়া পড়িলেন। বংশরক্ষার জন্য যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপাদির পূর্ব্ব হইতেই অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহাতেও নরপতির মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। এখনও আবার লোকের কথায় ক্রিয়াদির উদ্যোগের কোন ত্রুটী হইল না।

এক দিবস ভূপতি অন্তঃপুরে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, একজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, রাজা সচরাচর দরবার গৃহে লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলে লোকের ভাগ্যে রাজদর্শন সহজে ঘটিত না; প্রতিহারী মুখে সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে, ভূপতি তদ্দণ্ডে তপস্বীকে তৎসমীপে লইয়া আসিবার আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া রাজসমীপে আসন পরিগ্রহ করিলেন। রাজার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনস্তাপের বিষয় অবগত হইয়া সন্ন্যাসী কথায় কথায় উল্লেখ

করিলেন যে, সুদূরবর্ত্তী বিশাল অরণ্যে এক আম্রবৃক্ষের তলদেশে এক ফকীর আছেন। তিনি যথাক্রমে দ্বাদশ বৎসর নিদ্রিত ও দ্বাদশবর্ষ জাগ্রত অবস্থায় থাকেন, তাঁহার নিকট কেহ উপস্থিত হইয়া মনোগত অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি বৃক্ষ হইতে আম্র ফল লইবার অনুমতি দেন। সেই ফল ভক্ষণে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হইয়া থাকে; কিন্তু সৎসাহসী ব্যতিরেকে এই কার্য্য অন্যদ্বারা সম্পাদিত হই-বার নহে। ঐ স্থানে উপনীত হইতে নানাবিধ বিঘ্ন বিপ-ত্তির সম্ভাবনা; প্রায় একশত ক্রোশ ব্যাপিয়া দৈত্য ও পিশাচ মণ্ডলী সেই বনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন না করিয়া কাহারও এই জঙ্গলে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। বনের সম্মুখেই এক সুবিস্তৃত স্রোতস্বতী, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। নৌকা বা অন্য কোন জলযানাদিরও তথায় ব্যবস্থা নাই; তটিনী কল কলনাদে অহোরাত্র ছুটিতেছে। তথায় জন-মানবের সমাগম নাই, অকস্মাৎ সে স্থান দেখিলেই প্রাণের আশা ভরসা সকলই ঘুচিয়া যায়। এই জন্যই সৎসাহসীর আবশ্যক।

সন্ন্যাসীর মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপুত্রক রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে সহসা যে কেহ স্বীকৃত হইবে না, ইহাও তিনি স্থির বুঝিলেন। বাহ্য প্রকৃতিতে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না হইলেও, নৃপতির ক্ষোভানল দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি যথাযথ আদর অভ্যর্থনা করিয়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দিয়া কি উপায়ে এই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, নির্জ্জনে বসিয়া মনোমধ্যে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

---

(২)

অন্যান্য দিন রাজসভায় যেরূপ লোকের সমাগম হইয়া থাকে, আজও সেইরূপ জনতা হইয়াছে। অমাত্য ও পারিষদবর্গ লইয়া ভূপতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রাজ আদেশে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইতেছে। কিন্তু অন্য দিনাপেক্ষা অদ্য নৃপতির বদন-মণ্ডল অধিকতর বিষণ্ণ, তিনি কাহারও নিকট মনোভাব ব্যক্ত না করিলেও সভাস্থ অনেকেই তাঁহার চিত্তবিকার লক্ষ্য করিয়াছিল। যথানিয়মে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইলে সভাভঙ্গের পর, নৃপতি কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্যকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার অনুরোধ করিলেন। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে অবস্থিতি করিল।

বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে নির্জ্জনে পাইয়া ভূপতি গত দিবস সন্ন্যা-সীর নিকট যে ফকীরের কথা শুনিয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত তাহা বর্ণন করিলেন। রাজার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার অমাত্যবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ এই কার্য্যে ব্রতী হইবে, স্বেচ্ছায় আম্র লইয়া আসিবে। তিনি আম্রের কথা উত্থাপন করিবামাত্র অনেকেই যাইবার জন্য আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু এই কার্য্যে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি আছে, অধিকন্তু প্রাণ সংশয় হইতে পারে, এই সকল বিষয় যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল, ততই সকলে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। নৃপতি বুঝিলেন, তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে এই কার্য্য সম্পাদনে কাহারও ইচ্ছা নাই। স্বার্থের দাস হইয়া অন্যকে যে এই কার্য্যে ব্রতী করিবেন, ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি সে প্রকৃতির লোক নহেন। যখন দেখিলেন যে, এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কেহ অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি দ্বিরুক্তি

ব্যতিরেকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইলেন। সভাস্থিত সকলকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রাজমন্ত্রী সসম্ভ্রমে ভূপতিকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে, তিনি দুর্বিপাক সত্বেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। মন্ত্রীর প্রতি রাজার চিরবিশ্বাস, তিনি যখন স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। নৃপতি মন্ত্রীর কথা যতই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে লাগিল।

রাজমন্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনি বহু-কালাবধি রাজসংসারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন, প্রভুর যাহাতে মনস্তুষ্টি হয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ অমাত্যের তাহাই একমাত্র লক্ষ্য, তিনি আত্মীয় স্বজন, সহধর্ম্মিণী সকলের মায়া মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া নৃপমণির অভিপ্রায় মত কার্য্য সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইলেন. তদ্দণ্ডেই তাঁহার বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। তাঁহাকে বহুদূর পর্য্যটন করিতে হইবে, পথে ঘাটে নানাবিধ বিপদ আপ-দের সম্ভাবনা আছে, সশস্ত্র অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য, শিবির, তঞ্জাম ইত্যাদি যে সকল সাজ সরঞ্জমে অকস্মাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে না, স্বয়ং নৃপতি সেই সমস্তের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীর বিদেশ গমনের উদ্যোগ দেখিয়া সকলেই তখন আস্ফা-লনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, রাজাদেশ পাইলে তাহারা প্রত্যে-কেই যাইতে সম্মত হইত। কিন্তু ভূপতি ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের সকলেরই পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, তিনি কাহারও কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না।

---

(৩)

নির্দ্দিষ্ট দিনে লোকজন সমভিব্যাহারে রাজমন্ত্রী ফকীরের উদ্দেশে দেশ হইতে বহির্গত হইলেন। স্বয়ং নৃপতি অনুচরের মত তাঁহার পশ্চাতে বহুদূর চলিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর প্রায় প্রান্ত সীমায় আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী মহাশয় ভূপতিকে যথাযথ অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নগর সীমা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। রাজাও ক্ষুণ্ণমনে অমাত্যপ্রধানকে বিদায় দিয়া অনুচরবর্গসহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

উদ্যোগী পুরুষ যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে সংযত হয়, আহার নিদ্রায় তাঁহার দৃষ্টি থাকে না; এক মনে এক প্রাণে যাহাতে অভিলষিত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়েই তদ্গত চিত্তে নিযুক্ত থাকেন। রাজমন্ত্রী একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, রাজাদেশ পূর্ণ করিতে পারিলে তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তিনি মনে মনে ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইয়াছেন। লোকালয়ে আহার বিহারে কষ্টের কতক লাঘব হইবে, নৃমণি লোকজন অশন বসনের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে দেশ পর্য্যটনে এ সকল কষ্ট কিছুই ভোগ করিতে হইবে না, কিন্তু লোকালয় অতিক্রম করিয়া যখন তিনি তরঙ্গময়ী তটিনীর সম্মুখীন হইবেন, তখন তাঁহার এ সকল সাজ সরঞ্জম কিছুই প্রয়োজনে আসিবে না, একাকী তাঁহাকে সেই বিপদ-সঙ্কুল সলিল রাশিতে ঝাঁপ দিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে নদী পার হইয়া যাইলেও তাঁহার নিস্তার নাই, যে ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, এক সুবিস্তৃত কাননভূমি ভেদ

করিয়া তবে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে। সাধারণতঃ বঙ্গপ্রদেশে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুর বাস, দৈবক্রমে তিনি যদিও এই সকল শ্বাপদের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহাতেও তিনি এককালে বিপদমুক্ত হইতেছেন না, যেহেতু তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, এই বিশাল কাননভূমি ভীষণ দৈত্য দানব পিশাচমণ্ডলি পরিবেষ্টিত, তাহারা অহোরাত্র বিকট চীৎকারে ভুবন গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে। মন্ত্রীর সহায় সম্পত্তি একমাত্র ভগবান, তিনি সেই পবিত্র নাম মরণে জীবনে একমাত্র সার ভাবিয়া এই অসম সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

পথশ্রমে বিরাম নাই, দিনের পর দিন যাইতেছে, সমভিব্যাহারী লোকজনসহ রাজমন্ত্রী উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, দেহের অবসন্নতা বোধ করিলে, এক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া আহারাদি হয়, কিন্তু সম্যক্ শ্রান্তিলাভের অবকাশ নাই, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছেন, পথিমধ্যে কত শত শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর, উপত্যকা, পাহাড়, নদ নদী, বন উপবন উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। এরূপ বিদেশ ভ্রমণে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে দর্শকের হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রাজমন্ত্রী এরূপ ভাবে পথ পর্য্যটন করিতেছেন যে, স্বভাবের শোভায় তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে না, তিনি সে সকলের প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতেছেন না, সমুদয়ের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আপন মনেই চলিয়াছেন।

(৪)

পথপর্য্যটনে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া রাজমন্ত্রী রাত্রি-কালে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন দুই ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্বদেশে বসিয়া তাঁহার ভ্রমণ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। একজন বলিতেছে, "ভাই! অপুত্রক রাজা পুত্র কামনায় বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে দেশান্তরে আম্রের সন্ধানে পাঠাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, অথচ মন্ত্রীকেও আর দেশে ফিরিতে হইবে না।" তাহার কথায় অপর ব্যক্তি উত্তর করিল, "তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, রাজার মনোরথ পূর্ণ হইবে, ওদিকে সসম্মানে রাজমন্ত্রীও গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।"

"তুমি ইহা কিরূপে জানিলে? রাজার প্রীতির জন্য মন্ত্রী যেরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা হইতে তিনি যে পরিত্রাণ পাইবেন, আমার এরূপ আশাই হয় না।"

"যে যেমন, সে জগৎ সেই ভাবেই দেখিয়া থাকে, এ কার্য্য তোমার আমার পক্ষে অসাধ্য বলিয়া যে অন্য দ্বারা সম্পন্ন হইবে না, তোমার মনে মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও সংস্কার একান্ত অবিবেচনার কার্য্য!"

"জানি না—তুমি কোন সাহসে ওরূপ প্রত্যুত্তর করিতেছ! মনুষ্যের যাহা সাধ্য নহে, তাহা কি কখন মনুষ্য করিতে পারে?"

"কোন একটী কার্য্য দূর হইতে দেখিয়া আমরা যত ভীত হই, প্রকৃতপক্ষে সেই কার্য্যে সংযত হইলে উত্তরোত্তর যত তাহা শেষ হইতে থাকে, ততই আমাদের আশঙ্কা ঘুচিয়া সাহসের বৃদ্ধি হয়। আর এক কথা, যে ব্যক্তি একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি

নির্ভর করিয়া পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কথনও নিষ্ফল হইবার নহে। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। রাজ দরবারে অতুল বলশালী কত লোকের সমাগম সত্ত্বেও রাজমন্ত্রী একাকী এই কার্য্যের ভার লইয়াছেন, অবশ্যই ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মের পবিচয় দিয়াছেন।”

“আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে ধর্ম্ম রক্ষা, এও এক বিচিত্র ব্যাপার! যদি রাজমন্ত্রী পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন, অবশ্য তাঁহার যশঃ গৌরব বৃদ্ধি হইবে, নতুবা জনসমাজে তাঁহার অপবাদ ঘটিবে।”

“ভাই! পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজমন্ত্রীর ধর্ম্মের প্রতি আস্থা আছে, তিনি ধর্ম্মবলে বলী হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জগতে ধন, মান, যৌবন সকলই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষয় নাই, উত্তরোত্তর ধর্ম্মের বৃদ্ধিই হইতে থাকে। যথন তিনি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নির্ব্বিবাদে কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া রাজদ্বারে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।”

“যতক্ষণ না রাজমন্ত্রী কৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না।”

“স্থির জানিও ধর্ম্মপরায়ণ রাজমন্ত্রীর এই কার্য্য সম্পাদনে কোন কষ্টই হইবে না, বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি একমাত্র ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনায়াসে তাহাতে মুক্তি পাইবেন।”

তাহাদের উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তার পরক্ষণেই রাজমন্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বপ্নযোগে দুইজনের পরস্পর যে সকল

কথাবার্ত্তা হইতেছিল, একাগ্র চিত্তে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি শেষোক্তের কথায় মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম ব্যতীত তাঁহার অন্য সহায় কিছুই নাই, তিনি ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র দৃষ্টি রাখিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এখন সেই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইলেন। অনুচরবর্গ সকলেই বিশ্রাম করিতেছিল, তাঁহাকে গমনের জন্য তৎপর দেখিয়া তাহারাও প্রস্তুত হইতে লাগিল।

---

(৫)

এতদিন স্থলপথে ভ্রমণেই রাজমন্ত্রীর কাটিতেছিল, মধ্যে মধ্যে দুই একটী ক্ষুদ্র তটিনী অতিক্রম করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। যাহাদের লইয়া তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, কোথাও পদব্রজে, কোথাও শিবিকারোহণে, কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে না হয় নৌকারোহণে সুখস্বচ্ছন্দে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু কাননের সম্মুখভাগে সুবিস্তৃত স্রোতস্বতী পার হইতে হইবে, এ কথা প্রতিক্ষণেই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল; তথাচ যতক্ষণ না সেই ভীষণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, প্রকৃত কষ্ট অনুভব করিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবী বিপদের কথা হৃদয়ক্ষেত্রে আন্দোলন করিয়া বিচলিত হন নাই। তাহাতে রাজমন্ত্রী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যতই কেন বিঘ্ন বিপত্তিতে তিনি নিমগ্ন হউন না, একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইবেন, তাহাতে তাঁহার অদৃষ্টে

যাহা ঘটিবার ঘটিবে, তিনি উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না।

সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, তাহা সময়ে পূরণ হইয়া থাকে। রাজমন্ত্রী কার্য্য সাধনে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়াছেন, কয়েক দিবস ক্রমাগত অগ্রসর হইয়াছেন, আহার বিহারের ব্যবস্থা সত্ত্বেও শরীরের প্রতি যথানিয়মে দৃষ্টি রাখেন নাই, দিবারাত্র চলিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই সুবিশাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতীর তটদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীর কুল কিনারা যেন কিছুই নাই, এক দিক হইতে অন্য দিকে নজর চলে না, বিস্তৃত জলরাশি ভিন্ন আর কোথাও কিছু দৃষ্ট হয় না। রাজমন্ত্রী তটিনীর সন্নিকট হইয়াই মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, এই নদী পার হইয়া সুবিস্তৃত জঙ্গলে পড়িতে হইবে, কিন্তু তটিনীর গম্ভীর কল কল নাদে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, তিনি স্থির জানিলেন যে, এতদিন এত পরিশ্রম করিয়া যে এতদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এই নদী পার হইতে না পারিলে, সকলই তাঁহার ব্যর্থ হইবে। তাহাতে এখানে জনমানবের সংস্রব নাই, যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পর পারে যাইবার পরামর্শ করিবেন, একখানিও তরণী নাই যে, তাহার সাহায্যে পার হইয়া যাইবেন।

রাজমন্ত্রী নদীর তটদেশে বসিয়া একমনে পারে যাইবার উপায় চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতেছে না। তিনি জানিয়াছেন যে এই স্থানেই বিপদের সূত্রপাত হইল, সঙ্গে যে লোকজন জিনিসপত্র আসিয়াছে, সকলই এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, যদি ভাগ্য-

ক্রমে পর পারে যাইতে পারেন এবং জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া আম্রবৃক্ষ তলবাসী ফকীরের সন্ধান পান, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা, নতুবা এ জীবনের আশা ভরসা সকলই ঘুচিয়া গেল, সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ তাঁহার রহিত হইল, প্রিয় পরিজনবর্গকে যে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, আর তাহাদের সহিত তাঁহার দেখা হইবে না, যে অনুচরবর্গসহ তিনি এতদিন একত্রে থাকিলেন, বিদেশে তাহাদিগকে রাখিয়া যাইবেন, হয় ত আর তাহাদের সহিতও মিলিত হইতে হইবে না। তিনি এইরূপ ঐহিক চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, তথাচ তাঁহার পারলৌকিক বিষয়ে মতিস্থির রহিয়াছে, তিনি একমনে এক প্রাণে উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন হইয়া অনাথনাথ জগতপতিকে স্মরণ করিলেন।

একমাত্র বিপদভঞ্জনের কৃপা ব্যতিরেকে এ দায়ে যে পরিত্রাণ নাই, অমাত্যপ্রবর স্থির বুঝিয়াই নির্জ্জনে সেই পতিতপাবনের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের কথা ভগবানের প্রাণে বাজে, মর্ত্ত্যবাসী রাজমন্ত্রী কাতর প্রাণে স্বর্গীয় দেবাদিদেবের বন্দনা করিবামাত্র, অকস্মাৎ দিব্যালোকে তটিনী তট আলোকিত হইল, সে দৃশ্য অন্যের দৃশ্যপথে পতিত না হইলেও ধর্ম্মপরায়ণ রাজমন্ত্রীর চিত্তাকর্ষণ করিল। মন্ত্রীবর এতক্ষণ উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, এরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, ভয়ের পরিবর্ত্তে তাঁহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে ভরিয়া গেল, তিনি বুঝিলেন যে, ইষ্টদেবতার তাঁহার প্রতি কৃপা হইয়াছে।

---

(৬)

সুদূরবর্ত্তী অনুচরবর্গকে তথায় অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া রাজমন্ত্রী অধিকতর নির্জ্জনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত আসিয়া দেখা দিলেন। দিব্যমূর্ত্তি দেবদূতের দর্শন পাইয়া রাজমন্ত্রী সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশ প্রতীক্ষায় রহিলেন। দেবদূত রাজমন্ত্রীর সাহায্যার্থেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস! ভয় নাই, আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে?"

দেবদূতের কথায় রাজমন্ত্রী আশ্বস্ত হইয়া সোৎফুল্ল বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "পিতঃ! আমি অপুত্রক রাজার মন্ত্রী, তিনি শুনিয়াছেন যে, এই বিশাল নদীর অপর পারস্থ কাননে এক আম্র-বৃক্ষতলে জনৈক ফকীর আছেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নৃপতির বিষয় জানাইলে, তিনি একটী আম্র ফল দিবেন, সেই ফল ভক্ষণে আমাদের রাণীমাতা পুত্ররত্ন প্রসব করিবেন, আমি প্রভু-পরায়ণ ভৃত্যমাত্র, নৃপতির মনোসাধপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই এই বিদেশ যাত্রা করিয়াছি। জানি না কোথায় কত দিনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? উপস্থিত এই প্রশস্থ নদী দেখিয়াই আমার সকল আশা ভরসা ঘুচিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কিরূপে এই নদী পার হইতে পারি, আপনাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে, আমার অন্য প্রার্থনা বা কামনা আর কিছুই নাই!"

মন্ত্রীর কথায় দেবদূত উত্তর করিল, "বৎস! তুমি সাতিশয়

দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, এই বিশাল নদী পার হইলেই যে, তুমি নিরাপদে সেই ফকীরের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, এরূপ আশা মনোমধ্যে স্থান দিও না। স্থির জানিও, বিপদ্ সমূহের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে; যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ক্রমে ক্রমে অধিকতর বিপজ্জালে জড়িত হইবে; সে সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ—বহু ভাগ্যের কথা।"

দেবদূতের বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাজমন্ত্রী কাতর নম্র বচনে উত্তর করিল, "মহাত্মন্! আমি একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; ভবিষ্যতের ভাল মন্দের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করি নাই! আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, অবশ্য তাহার ফলাফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু প্রভুর কার্য্যে যখন জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তখন যদি ইহাতে আমার মৃত্যুও হয়, তাহাতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত নহি। স্থির জানিবেন, কর্ত্তব্য সাধনে জীবন দিয়াছি।"

রাজমন্ত্রীর কথা শুনিয়া দেবদূতের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি উত্তর করিলেন, "বৎস! যদি তোমার ধর্ম্মের প্রতি একান্ত আস্থা থাকে, দৃঢ় ভক্তি থাকে, অবশ্য এ কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে, কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না; কিন্তু পরিণামের কথা তোমাকে এক্ষণে ব্যক্ত করিবার আমার অধিকার নাই। তুমি নদী পার হইবার জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, ভাল, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় পরপারে পৌছাইয়া দিব। তোমায় আমি এই দুইটী জিনিস দিতেছি, বিশেষ সাবধান হইয়া ইহাদের ব্যবহার করিবে; যখন যেটীর প্রয়োজন হইবে, তখন সেইটী প্রয়োগ করিবে, ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলে, স্থির

জানিও, তোমার মৃত্যু সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে।” এই কথা বলিয়া দেবদূত রাজমন্ত্রীর হস্তে দুইটী পুঁটুলি দিয়া তাহার যথাযথ ব্যবহারের কথা বলিয়া দিলেন।

দেবদূতের এরূপ আশ্বাসজনক বাক্যে রাজমন্ত্রীর নয়নযুগল হইতে দরদরধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং সেই দিব্যপুরুষ তাঁহাকে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তৎপ্রদত্ত দুইটী পুঁটুলি ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আদেশমত পশ্চাদগামী হইলেন।

রাজমন্ত্রীর অনুচরবর্গ যে যথায় ছিল, সে তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে তিনি দেবদূতসহ অদৃশ্য হইয়া গেলেন; এ সংবাদ অনুচরগণ কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা সকলেই মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, রাজমন্ত্রী কোন দৈবক্রিয়াবলে নদী পার হইবার জন্য অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন, কোন প্রকার সুবিধা হইলেই অবশ্য তাহারা সবিশেষ জানিতে পারিবে।

দেবদূতের সহায়তায় রাজমন্ত্রী দুর্জ্জয় নদী অবলীলাক্রমে পার হইয়া আসিলেন, তটিনীর কল কল শব্দ, উর্ম্মিমালার ভীষণ তরঙ্গ প্রভৃতির কষ্ট তাঁহাকে কিছুই ভোগ করিতে হইল না; তিনি নিরাপদে অবলীলাক্রমে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াই দেবদূতের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। তখন ব্যাকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন, কিন্তু কোন দিকেই আর দিব্যমূর্ত্তির দর্শনলাভ হইল না। রাজমন্ত্রী তখন স্থির বুঝিলেন যে, দিব্যপুরুষ তাঁহাকে পরপারে আনিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রত্যুৎপন্নমতির উপর নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। দেবদূত তাঁহাকে বারম্বার ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই ভয়-সঙ্কুল স্থানে আসিয়াছেন। নদী পার হইয়াই সম্মুখে সুবিস্তৃত পাদপ শ্রেণী, তরুলতাদির এরূপ ঘন সন্নিবেশ যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অগ্রসর হইবারও সুযোগ ঘটে না। রাজমন্ত্রী একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া চলিয়াছেন। অনুচরবর্গকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে ক্ষুধার আহার ও পানীয় জল সকলই তাঁহাকে স্বয়ং সংগ্রহ করিতে হইতেছে।

রাজমন্ত্রী সেই বিশাল অরণ্যে একাকী অগ্রসর হইতেছেন, আর ভাবী দুর্ব্বিপাকের কথা সময়ে সময়ে চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি চিত্তসমর্পণ সম-ভাবেই রহিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আহার নিদ্রা একরূপ রহিত হইয়াছে; ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে পথি পার্শ্বস্থ বৃক্ষের দুই একটী ফলে ও জলাশয়ের জলে তিনি তৃপ্তিলাভ করি-তেছেন। এইরূপ দুঃখ কষ্টে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে, অকস্মাৎ হিংস্র শ্বাপদগণের বিকট চীৎকার তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অথচ যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর সেই শব্দ অধিক পরিমাণে তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। একমাত্র জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত সম্মুখীন বিপদ হইতে মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, তিনি কথঞ্চিৎ

আশ্বস্ত হইলেন। অনুচরবর্গ তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই যে, কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া পরিত্রাণের চেষ্টা পাইবেন!

সহস্র দৈত্য দল দ্বারা সেই বন রক্ষিত হইয়া থাকে, এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; তিনি একাকী অসহায় অবস্থায় বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; কোন্ পথ দিয়া যাইলে তাঁহার পক্ষে কষ্টের লাঘব হইতে পারে, সে সুযোগ সন্ধানও তাঁহার জানা নাই। উদ্দেশ্য সাধন, কি শরীর পাতন এইমাত্র সংকল্প করিয়া তিনি বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন, একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি তখনও অগ্রসর হইতে লাগিলেন. উপস্থিত বিঘ্ন বিপাকেও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; কিন্তু তাঁহাকে এ ভাবে আর অধিক দূর যাইতে হইল না। পরক্ষণেই সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুর নখর সংযুক্ত সুবৃহৎ চরণ চিহ্ন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি কোন জন্তুই দেখিতে পাইতেছেন না, অথচ এরূপ ভীষণ দৃশ্যে কথঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইলেন; বুঝিলেন যে, এ যাত্রায় রক্ষা পাইবার আর অন্য উপায় নাই, এখানেই তাঁহাব জীবন লীলার অবসান হইবে; তথাচ তিনি একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া প্রত্যুৎপন্ন মতি প্রভাবে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত একটী পুঁটুলি সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে ভীষণ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল, আর সে বিকট চরণ চিহ্ন তাঁহার সম্মুখে রহিল না, এককালে দাবানল চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, হুতাশনের দারুণ উত্তাপে বৃক্ষ লতাদি ক্ষণমধ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল। দৈব প্রভাবে এই কার্য্য সম্পাদিত হইল জানিয়া রাজমন্ত্রী মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু অগ্নি দেবের ভীষণ ব্যাপকতায় তিনি

পুনরায় ভীত হইয়া পড়িলেন। সু-উচ্চ পাদপশ্রেণী অনলদগ্ধ সংযোগে নিমেষ মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল, অনল দেবের প্রবল প্রকোপে সমগ্র বনমণ্ডলী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে অন্য বিপদের সম্মুখীন হইয়া রাজমন্ত্রী অধিকতর ভীত হইলেন, তাঁহার নিমিত্তই পাদপশ্রেণী দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে ভাবিয়া, তিনি মনে মনে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু এ মানসিক কষ্ট তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না; তিনি পরক্ষণে অন্য পুঁটুলিটী অগ্নির উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। এত যে অনল রাশির প্রবল উত্তাপে বনস্থলী বিকৃত ভাবাপন্ন হইতেছিল, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত পাবক শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, বৃক্ষ লতাদি হরিদ্বর্ণে সুশোভিত হইয়া নয়নরঞ্জন হইয়া উঠিল। রাজমন্ত্রী এক্ষণে প্রফুল্ল নয়নে সোৎসাহে ফকীরের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন—বাধা বিঘ্ন আর কিছুই নাই, আশঙ্কার বিনিময়ে তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

কতকদূর অগ্রসর হইয়াই তিনি আম্র বৃক্ষের সন্ধান পাইলেন। প্রাণের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের স্নেহ যত্নে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যে ব্রত সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ভগবান হয় ত তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন; আর কয়েক পদ-মাত্র অগ্রসর হইলেই তিনি সেই মহাত্মা সাধুপুরুষের নিকট উপ-স্থিত হইতে পারিবেন। এই সকল চিন্তা মনোমধ্যে রাজমন্ত্রী যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রজাত আশালতা ফলবতী হইতে লাগিল। তিনি সোৎসাহে সত্বর পদবিক্ষেপে ফকীরের সাক্ষাৎ মানসে চলিতে লাগিলেন।

এ দিকে আম্র বৃক্ষতলে জটাজুট বিভূষিত মহাত্মা সাধু পুরুষ

এক মনে ধ্যানে সংযত রহিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টি একমাত্র ভূপৃষ্ঠে সংযত রহিয়াছে, তিনি একমনে স্থাণুর ন্যায় অচৈতন্যভাবে যোগে মগ্ন রহিয়াছেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেবলমাত্র পক্ক কেশরাশি দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। তাঁহার সংজ্ঞা নাই, এক মনে এক প্রাণে আপনার ভাবেই মাতোয়ারা, সম্মুখে একটী কমণ্ডলু ও একখানি কুঠার রহিয়াছে, লোকজন তাঁহার নিকটে কেহই নাই, সহসা তাঁহাকে এরূপ ভাবে মগ্ন দেখিলে অচেতন বলিয়াই উপলব্ধি হয়।

দেখিতে দেখিতে রাজমন্ত্রী সাধু পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, অকস্মাৎ কোন কথা কহিলে যোগীবরের যোগ ভঙ্গ হইতে পারে, এই ভাবিয়া রাজমন্ত্রী একপদে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় রহিলেন। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত আসিয়া সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, যোগীপুরুষ যেভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, ক্রমে প্রহরের পর প্রহর আসিয়া সারাদিন কাটিয়া গেল, তখনও সাধু পুরুষের চৈতন্যোদয় হইল না; রাজমন্ত্রী এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার দর্শন লাভে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে যোগীবরের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়াই সম্মুখভাগে রাজমন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুই?"

রাজমন্ত্রী সাধু পুরুষের প্রশ্নে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে উত্তর করিল, "মহাত্মন্! আমি জনৈক রাজার মন্ত্রী, ভূপতি পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া সাতিশয় মনকষ্টে আছেন। আপনার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহা পূরণ হয়—সেই অভিপ্রায়েই এখানে আসিয়াছি।"

মন্ত্রীকাহিনী শেষ হইতে না হইতে সাধুপুরুষ তাঁহাকে নীরস্ত করিয়া সম্মুখস্থ কুঠারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, ঐ কুঠারাঘাতে সম্মুখস্থ আম্রবৃক্ষ হইতে যে ফল পতিত হইবে, তাহা রাজমহিষীকে ভক্ষণ করাইলেই তিনি গর্ভবতী হইয়া পুত্ররত্ন প্রসব করিবেন। কিন্তু তপস্বীর মুখ হইতে আর কোন কথাই বাহির হইল না।

সাধু পুরুষের সঙ্কেত মত রাজমন্ত্রী কুঠারাঘাতে দুইটী আম্র ফল লাভ করিলেন, কিন্তু আম্র সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, সাধু-পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর সাহসে কুলাইল না। তিনি দেখিলেন—যোগীপুরুষ পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, কিয়ৎ-ক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া উদ্দেশে সাধু পুরুষকে প্রণামান্তর আম্র দুইটী বিশেষ যত্নে গ্রহণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যোগীপুরুষের নিকট উপস্থিত হইতে রাজমন্ত্রী নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল বিভীষিকার লেশমাত্র তাঁহার নয়নগোচর হইল না, তিনি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যাইবার সময়ে তিনি সতত শঙ্কিত-ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন, আসিবারকালে পূর্ণমনোরথ হইয়া-ছেন, উদ্বেগ চিন্তা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে আর কিছুমাত্র নাই; তিনি মনের আনন্দে একদিনের পথ এক প্রহরে আসিতে লাগিলেন।

যে দেবদূতের সহায়তায় রাজমন্ত্রী উত্তালতরঙ্গময়ী তরঙ্গিনী নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বনপ্রান্তসীমায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সেই দিব্য মহাপুরুষের স্মরণমাত্র তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল।

দূর হইতে দেবপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া রাজমন্ত্রী প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অনতি-বিলম্বেই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইল। রাজমন্ত্রী সসম্ভ্রমে দেবদূতের পদধারণ ও অভিবাদন করিলে, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদরধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। দেবদূত রাজমন্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে জানিতে পারিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং অনতি-বিলম্বে তাঁহাকে সেই তুম্পার নদীর পর পারে পৌঁছাইয়া অদৃশ্য হইলেন।

৬

রাজমন্ত্রীর সমভিব্যাহারী লোকজন যে স্থানে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, এতাবৎকাল তাহারা সেই স্থানেই শিবির সংস্থাপন করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় ছিল। এক্ষণে রাজমন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে দিবস শিবিরে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজমন্ত্রী সফল মনোরথ হইয়া আসিয়াছেন, অপুত্রক রাজা পুত্র-রত্নে বিভূষিত হইবেন, রাজা প্রজা ইহাতে সকলেরই আনন্দ। আমোদ প্রমোদে সে দিন সেখানেই কাটিয়া গেল। পর দিবস অতি প্রত্যূষেই রাজমন্ত্রী দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অনুচরবর্গ মহাকোলাহলে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলেই উৎসাহচিত্তে প্রত্যাগমন করিতেছে, বহু দিবসাবধি সংসারের সহিত তাহাদের সকল সম্বন্ধ লোপ হইয়াছে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী সহধর্ম্মিণী আত্মীয় স্বজনের সহিত এই সুদীর্ঘকাল কাহারও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, বাটীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য সকলেই উৎসুক

চিত্তে অগ্রসর হইয়াছে। যাইবার সময় যে পথ সমস্ত দিন চলিয়াও শেষ হয় নাই, এক্ষণে তাহারা এতই উৎসাহিত হইয়া চলিয়াছে যে, ঘণ্টায় তাহারা প্রহরের পথ অতিক্রম করিতেছে।

কয়েক দিবসের মধ্যেই রাজমন্ত্রী অনুচরবর্গসহ ফিরিয়া আসিলেন। নৃপতি মন্ত্রীর আগমন বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি যাত্রাকালে স্বয়ং রাজ্য প্রান্তে উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন। যথা সময়ে ভূপতির সহিত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল; মন্ত্রী রাজাকে যথারীতি অভিবাদন করিলে, নৃমণি সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসায় সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাজমন্ত্রী সংক্ষেপে সকল সমাচার ভূপতির গোচর করিলে রাজা তৎসমভিব্যাহারে মহা উল্লাসে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রাজপ্রাসাদ আনন্দরোলে উথলিয়া উঠিল, আমোদ প্রমোদ উৎসবে নগরীয় সকলেই মত্ত হইল। নৃপতি মন্ত্রী সমক্ষে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি সফল মনোরথ হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে, তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিবেন, সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি ভূপতির প্রতিজ্ঞামত অর্দ্ধেক রাজত্বের অধিকারী হইলেন। মন্ত্রীকে এরূপ উচ্চ সম্মানে সম্মানিত হইতে দেখিয়া রাজসভার অনেকেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের কেহই অগ্রসর হইতে পারে নাই, একমাত্র প্রভুপরায়ণ রাজমন্ত্রী ধর্ম্ম সহায়ে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, অগত্যা সকলের অন্তর্জ্বালা অন্তরেই বিলীন হইল। পাত্রমিত্র সভাসদবর্গের প্রকৃতি ন্যায়বান ভূপতির কিছুই অজ্ঞাত ছিল না, তিনি সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে মন্ত্রীর যথেষ্ট

প্রশংসা করিলে, যাহারা মন্ত্রীর প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা সকলেই এক বাক্যে তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

রাজমন্ত্রী সাধু প্রদত্ত আম্র ফল দুইটী বিশেষ যত্ন সহকারে লইয়া আসিয়াছিলেন। গোপনে তাহার একটী বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, সে দিনের মত রাজ দরবার শেষ হইয়া গেল। নৃপতি সানন্দে আম্র ফলটী লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, পারিষদবর্গ যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। সভাগৃহ সে দিনের মত জনশূন্য হইল।

৭

বহু দিনের পর রাজমন্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সংসারে তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেক আছেন, কিন্তু নৃমণি যে মনকষ্টে কালযাপন করিতেছেন, তিনিও সেই কষ্টের সমভাগী, যেহেতু তাঁহারও কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। রাজার মনোরথ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই তিনি বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর নিকট একটী আম্র ফলেরই কামনা করিয়াছিলেন; ভাগ্যক্রমে বৃক্ষ হইতে দুইটী ফল পড়িয়াছিল, ভূপতির হস্তে একটী আম্র দিয়া অপরটী আপনার স্ত্রীর জন্য রাজমন্ত্রী লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সহধর্ম্মিণীকে সম্মুখে পাইয়া তিনি সাদরে সেই আম্র ফলটী উপহার দিলেন। সাধ্বীসতী স্বামী প্রদত্ত আম্র ফলটী বিশেষ যত্নে গ্রহণ করিল।

মন্ত্রীর অদৃষ্টে এ আম্রফল লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ভূপতি সর্ব্বে সর্ব্বা, তাঁহার আদেশমাত্র কার্য্য সম্পাদিত হইয়া

থাকে, সৌভাগ্য বশতঃ মন্ত্রী এই ফলটী লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষে আম্র সম্বন্ধে যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই যেন উভয়ের হৃদয়ে অতুল আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। বিদেশ ভ্রমণে স্বামীর যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে, মন্ত্রীপত্নী পতির সেবা সুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন।

রাজাদেশে মন্ত্রী এক্ষণে অর্দ্ধেক রাজ্যের অধীশ্বর, নৃপতি মন্ত্রীর জন্য কোষাগার তোষাখানা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। একমাত্র জগদীশ্বরকে সহায় স্থির করিয়া রাজমন্ত্রী ভূপতি-প্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। এ দিকে রাজমহিষী গর্ভবতী হইল, ওদিকে মন্ত্রীপত্নীও আম্রফল ভক্ষণ করিয়া গর্ভিণী হইলেন। মন্ত্রী রাজার জন্যই আম্র আনিয়াছিলেন, তিনি যে ফকীরের নিকট হইতে দুইটী আম্র পাইয়াছিলেন, এ কথা তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অন্য কেহ জানিতে পারে নাই। ধর্ম্ম বিশ্বাসে মন্ত্রী অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হইয়াছেন, এ শুভ সংযোগে উত্তরোত্তর স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল।

মন্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র রাজভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে আর রাজার অধীনে থাকিতে হয় না, তৎপদে দ্বিতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। মন্ত্রী এক্ষণে রাজপ্রদত্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা থাকায় প্রজাপুঞ্জ সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকে, তাঁহার রাজ্যে চুরি ব্যভিচার বা অন্য কোন অত্যাচারের নামমাত্র নাই, সকলেই নির্ব্বিবাদে মনের সুখে কালযাপন করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে আদর যত্নে পালন করিতেছেন।

এদিকে যথা সময়ে রাজমহিষী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। বৃদ্ধ রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্য এতাবৎকাল উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ শুভ সংবাদে তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাজকোষ দরিদ্রগণের দুঃখ বিমোচনার্থ তিন দিনের জন্য উন্মুক্ত হইল, এক বৎসরের জন্য প্রজাবর্গ রাজস্ব প্রদানে অব্যাহতি পাইল, রাজপ্রাসাদে আনন্দ উৎসব বহিতে লাগিল। অপুত্রক রাজা পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন এ সংবাদ স্বল্পক্ষণেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতিষী, গ্রহাচার্য্য, গণকগণের শুভাগমনে রাজভবন পূরিয়া গেল, রাজা তাঁহাদের যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিয়া রাজকুমারের জন্ম বৃত্তান্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমাগত সকলেই কুমারের সুকৃতী ও সুলক্ষণের কথা ভূপতিকে জানাইল, কিন্তু সকলেই এক বাক্যে ভূপতি সমীপে ব্যক্ত করিল;—"তিনি নয় বৎসর নয় মাস নয় দিন পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন না, এই সময়ের মধ্যে পিতা পুত্রে দর্শন হইলে, উভয়েরই অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।" বৃদ্ধ রাজা বহু কষ্টে পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনি যে বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রধনে ধনী হইবেন, এ সুখ সম্ভোগ স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এক্ষণে ভবিষ্যদ্বক্তা গণের কথায় তিনি কথঞ্চিত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, তথাচ শাস্ত্র-বাণী লঙ্ঘন করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তদ্দণ্ডেই মহিষী ও রাজকুমারের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল। দাস দাসী লোক জনের অভাব নাই, রাজার আদেশ মাত্র পরিচারিকা ভৃত্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইল।

পুত্রের জন্য রাজা বিশেষ উদ্বিগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করিতে-ছিলেন, ভাগ্যক্রমে যদিও তিনি পুত্ররত্ন লাভ করিলেন, তথাচ

গ্রহবৈগুণ্যে প্রায় দশ বৎসরকাল পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইবেন না, হয় ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার ভাল মন্দ ঘটিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সাধ জন্মের মত রহিয়া গেল, তিনি মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে নির্দ্দিষ্ট দিন গণনায় নিযুক্ত রহিলেন। মহিষীর সহিতও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ রহিত হইয়াছে। রাজরাণী কুমারকে লইয়া সকল সাধ আহ্লাদ পূরণ করিতেছেন, বৃদ্ধের সে সাধের অংশী হইতে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রভয়ে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। প্রতিদিন তিনি রাণী ও কুমারের মঙ্গল সমাচার লইয়া থাকেন, কুমার কখন কি করিতেছে, তিনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও সদা সর্ব্বদা সে সংবাদ রাখেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী পত্নীও এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে রাজমহিষী হইলেও স্বামীসহ ধর্ম্মানুরাগিণী; রাজপ্রাসাদে কুমারের জন্ম উপলক্ষে নানাবিধ তৌর্য্যত্রিক আমোদ প্রমোদাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল, মন্ত্রীর সে সকল সাধ আহ্লাদে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, তিনি পুত্রীর মঙ্গলকামনায় দরিদ্র ভোজন করাইয়া ছিলেন।

রাজা ও মন্ত্রী উভয়েরই সংসার সুখস্বচ্ছন্দে চলিতে ছিল, জগদীশ্বরের কৃপায় উভয়েরই মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় দুইজনেই কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী যদিও এক্ষণে রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, তথাচ সদাসর্ব্বদা নৃপতি সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সহিত সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং যখন যে কোন কার্য্য করিতে হইত, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ভূপতির সম্মতি ব্যতীত মন্ত্রী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না;

রাজাও তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু জানিয়া হৃদয়দ্বার উদঘাটন করিয়া যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইত, তদ্বিষয়ে যুক্তি করিতেন।

---

(১০)

সময় স্রোত রোধ হইবার নহে, বিঘ্নবিপাকেও তাহার গতির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সতত একই ভাবে চলিয়াছে। দিনের পর দিন যাইয়া রাজকুমার নবম বৎসর নবম মাস ও নবম দিন অতিক্রম করিলেন। পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র ভূপতি পুত্রের বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য শিক্ষকাদি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, রাজকুমার যথানিয়মে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। জ্যোতিষী-বাক্যে পিতা পুত্রে এই সুদীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, অদ্য দিন পূর্ণ হইয়াছে, অপুত্রক রাজা পুত্ররত্নকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পরমাগ্রহে পরম শান্তিলাভ করিবেন! রাজকুমার নীরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি মাতৃ আদরে লালিত পালিত হইয়াছেন; জগতে পিতা যে কি আদরের ও সাধনের বস্তু, তাহা তাঁহার এখনও উপলব্ধি হয় নাই! কথায় কথায় মাতৃমুখে পিতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃসমীপে আসিয়া তাঁহার অপার স্নেহ সম্ভোগ কুমারের ভাগ্যে ঘটে নাই, আজ তাঁহার সে সাধের দিন আসিয়াছে!

যথাসময়ে পিতা পুত্রে দর্শন হইল, বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহানুরাগে ঘন ঘন মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, আপনার গ্রীবাদেশে যে বহুমূল্য মুক্তাকণ্ঠী শোভিত ছিল, তাহা উন্মোচন-পূর্ব্বক সাগ্রহে ও সানুরাগে পুত্রের গলদেশে পরাইয়া দিলেন। আনন্দ উৎসবে রাজভবন পূর্ণ হইল।

বহু পুণ্যফলে অপুত্রক রাজা পুত্ররত্নে বিভূষিত হইয়াছেন, এজন্মে যে সে সুখসাধ পূর্ণ হইবে, বৃদ্ধ তাহা একদিনের জন্যও মনোমধ্যে কল্পনা করেন নাই। পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আজ তাঁহার সে মনোসাধ পূর্ণ হইল। অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ প্রভৃতি জাতীয় যে সকল রীতি নীতি আছে, নৃপতি যথানিয়মে সে সমস্ত মঙ্গলাচরণ ইতিপূর্ব্বেই সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এক্ষণে পুত্রের শিক্ষোন্নতির প্রতি মনোযোগী হইলেন; পূর্ব্ব হইতেই রাজকুমার বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, পিতৃসকাশে দিনে দিনে তাঁহার শিক্ষার সমধিক উন্নতি হইতে লাগিল।

এতাবৎকাল মহিষীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি পুত্রের মঙ্গলকামনায় পত্নীকে নয়নের অন্তরাল করিয়া প্রসন্নচিত্তে ভাবী সুখ আশায় কালযাপন করিতেছিলেন। যে দিন পুত্র পিতৃদর্শনে দরবারে প্রথম উপনীত হইলেন, সেই দিন হইতেই মহিষী রাজ-অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

পুত্র কন্যা না থাকিলে সংসারের সাধ আহ্লাদ কিছুই পূর্ণ হয় না। রাজার কোন সুখেরই অভাব ছিল না, তথাচ তিনি সন্তান কামনায় অহোরাত্র মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন। দিনে দিনে প্রজাপালনেও তাঁহার অনুরাগের হ্রাস হইয়া আসিতে ছিল, কুমারের জন্ম হইতেই তিনি নব উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; পুত্রমুখ দর্শনে তাঁহার সে উৎসাহের সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। সন্তান সন্ততি সংসারের শোভা, বৃদ্ধ রাজা সকল সুখে সুখী হইয়াও অপত্যধনে বঞ্চিত ছিলেন, কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার সুখসাগর উথলিয়া উঠিল।

আশাই লোকের জীবন মরণ, আশার সঞ্চারে হৃদয়ের

উচ্ছ্বাস, আশা ভঙ্গে ঘোর অবসাদ। জগদীশ্বরের কৃপায় রাজার মনোসাধ পূর্ণ হইয়াছে, তিনি বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়াও আশায় নির্ভর করিয়া যুবা পুরুষের মত প্রবল প্রতাপে রাজ্য-সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

দিনে দিনে শশিকলার মত কুমার বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি বৃদ্ধরাজার এক মাত্র নয়নমণি, তাঁহার সামান্য কোন অসুখ হইলে প্রাসাদে পলকে প্রলয় পড়িয়া যায়। নীরেন্দ্রনাথ এদিকে যেরূপ লেখাপড়ার আলোচনা করিতে লাগিলেন, ওদিকে সংগীত, ব্যায়াম প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদেও সেইরূপ অভিজ্ঞ হইতে ছিলেন। তিনি ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইলেন। পুত্রের দিন দিন এরূপ উন্নতি দেখিয়া রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

---

(১১)

নীরেন্দ্রনাথ সদাই প্রফুল্ল, সংসার সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তাই নাই, আপনার লেখাপড়া ও বিলাসভোগেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। যখন যাহা ইচ্ছা হয়, আদেশমাত্র তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে। লোকজন অমাত্য পারিষদ্‌বর্গ সকলেই তাঁহার আজ্ঞাধীন; তিনি ভ্রমণ উদ্দেশে পথে বাহির হইলে জানপদবর্গ সকলেই উৎসুকচিত্তে তাঁহার দর্শনাভিলাষে আগ্রহান্বিত থাকে। রাজ্যের শাসন পালন ভার সকলই পিতার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, কুমার আপন মনে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নীরেন্দ্রনাথ

ইচ্ছামত কয়েকজন পারিষদ নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের সহিত তাঁহার গোপনীয় কথাবার্ত্তা হয়। কোন প্রকার সাধ আহ্লাদে তাঁহার অভিলাষ হইবামাত্র পারিষদবর্গের সাহায্যে তাহা পরিপূরিত হইয়া থাকে।

এক দিবস রাজকুমার একাকী পথভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। অন্যান্য দিন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে বেড়াইতে যান, আজ তাঁহার সে সাজ সজ্জা কিছুই নাই, অনুগত লোকজন কেহ সঙ্গেও যায় নাই। তিনি কতক পথ চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময়ে পথিপার্শ্বস্থ ছাদোপরি দণ্ডায়মানা একটী যুবতীর প্রতি তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। রাজকুমার অবিলম্বে সেই বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—রমণী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের বদনের প্রতি এরূপভাবে দৃষ্টিপাত তাঁহার জীবনে এই প্রথম! উভয়ের দৃষ্টি উভয়কে আকৃষ্ট করিল, রমণী স্বভাবসুলভ চাপল্যে নীরেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিল, ক্ষণকালের মধ্যে রাজকুমার আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি অনিমেষ লোচনে সেই কামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কুলবধূর পক্ষে পরপুরুষের মুখদর্শন মহাপাপ। কুলকামিনী সদাসর্ব্বদা অবগুণ্ঠনেই থাকেন, কোন রূপে পরপুরুষের দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে সরমে লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। বারনারীর সে লজ্জা সম্ভ্রম কিছুই নাই; তাহারা যুবকের মনমীন আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা হাবভাবে অঙ্গবিকাশে মোহের চার ফেলিয়া থাকে। যে রমণী কুমারের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছে, সে কুললক্ষ্মী নহে, দেহ বিক্রয়ে জীবিকানির্ব্বাহ উদ্দেশ্যে ছাদোপরি দাঁড়াইয়া ছিল। কুহকিনীর মোহিনীশক্তি কুমারের উপর প্রাধান্য

লাভ করিল, নীরেন্দ্রনাথ কুলটাকে স্বর্গের অপ্সরী জ্ঞানে আত্মহারা হইলেন। দেখা সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ দেখাইল, নীরেন্দ্রনাথ রমণীর ইঙ্গিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রমণী সমাদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল।

যে কামিনীর প্রণয়ানুরাগে রাজকুমার মোহিত হইলেন, তাহার নাম বিশালাক্ষী। বিশালাক্ষী রূপলাবণ্যে দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলেও তাহার বাহ্য অমায়িকতা ও সরলভাবে লোকে সহজে মুগ্ধ হইয়া থাকে। নীরেন্দ্রনাথ এতদিন রমণীরূপের মোহিনী শক্তির রসাস্বাদন করেন নাই, সহসা বিশালাক্ষীর তাঁহার প্রতি এরূপ সরল ব্যবহারে তিনি তাহার সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথনে ব্যগ্র হইলে, পাপীয়সী সুযোগ বুঝিয়া কুমারকে বাটীতে লইয়া যায়। কামিনী কটাক্ষের মোহিনী প্রলোভন তরলমতি কুমারের পক্ষে এই প্রথম; তিনি যুবতীর সহিত মিলিত হইয়া মনসন্তোষিণী কথাবার্ত্তায় স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে উভয়ে এরূপ প্রণয়মিলনে মিলিয়া গেলেন যে, দুই আত্মা যেন এক হইল। নীরেন্দ্রনাথ যে অতুল ঐশ্বর্য্যপতির একমাত্র বংশধর, তাঁহার উপর রাজ্যের ভাবী শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, এ সকল ভাবনা চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে তদ্দণ্ডে বিদূরিত হইল। তিনি বারবিলাসিনীসহ অপার আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া তাঁহার ঘৃণিত জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই অসদাচরণে সর্ব্বনাশের যে সূত্রপাত হইল, হতভাগ্য নীরেন্দ্রনাথ আপনার পদমর্য্যাদার যে লোপ করিলেন, তাঁহার সে সকল চিন্তার ক্ষণমাত্র অবসর ঘটিল না।

---

(১২)

যে যাহা কামনা করে, তাহা পূর্ণ হইলেই অন্য বাসনা আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে। বন্ধ্যা মহিষী পুত্রবতী হইয়াছেন, রাজভবন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, তথাচ যেন রাজরাণী কথঞ্চিৎ অভাব বোধ করিতেছেন! পুত্রের বিবাহ দিয়া সর্ব্বগুণসম্পন্না রূপলাবণ্যবতী বধূ লইয়া সাধের সংসার পাতিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। একদিন তিনি কথায় কথায় নৃপতিসমীপে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধরাজা এই সুখকর প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ইচ্ছা পুত্র সংসারী হইয়া বিষয় সম্পত্তির সকল ভার গ্রহণ করেন। মহাজনের ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে; ভূপতির আদেশমত দেশ দেশান্তরে উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইল।

রাজকুমারের বিবাহ জন্য নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে, আলেখ্য প্রেরিত হইতেছে, দেনা পাওনার হিসাব চলিতেছে, কিন্তু কোথাও কথার ধার্য্য হইতেছে না। আলেখ্যে কন্যার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মহিষী পছন্দ করিলে, রাজার তাহাতে মন উঠে না: হয়ত যেখানে রাজার মত হয়, সেখানে রাণীর মুখভার হয়। এইরূপ পাত্রী নির্ব্বাচনেই দুই দশ দিন কাটিয়া গেল।

এদিকে বিশালাক্ষীর সহিত নারেন্দ্রনাথ প্রেমালাপে প্রমত্ত হইয়া প্রতিদিনই সেই রমণীর গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, তিনি যাহাদের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতেন, এ প্রণয়ের কথা তাহারাও বিন্দুমাত্র জানিতে পারিল না। প্রথম দিন যাইবার সময়ে তিনি পারিষদবর্গ কাহাকেও সঙ্গে লন নাই,

বেশভূষারও পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই ভাবেই তিনি যাতায়াত করিতেছেন। কুলটার যখন যাহা প্রয়োজন হইতেছে, কুমার কোষাগার হইতে অর্থ লইয়া তাহা পূরণ করিতেছেন; নিজের টাকা নিজে খরচ করিতেছেন, অমাত্যবর্গ তৎসম্বন্ধে কেহ কোন কথাই উত্থাপন করিতেছে না, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাঁহার বদনমণ্ডলে যেন চিন্তার ঘোর কালিমা রেখা দেখা দিল।

আপন মনে সকল কার্য্য করিবার অধিকার থাকিলেও কুমারের প্রতি সুবিজ্ঞ ভূপতির সর্ব্বদাই দৃষ্টি ছিল. ভূপতি কুমারের চরিত্র সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আদরের পুত্র তাঁহার কথায় মনোবেদনা পাইতে পারে ভাবিয়া তিনি মনের কথা মনেই চাপিয়াছিলেন, মহিষী সমীপেও এ কথার বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করেন নাই।

রাজকুমারের বিবাহের কথা ইতিপূর্ব্বেই দেশ দেশান্তরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিলেও কোথাও মনস্থ হইতেছে না। এদিকে মন্ত্রীপুত্রীও বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারও সম্বন্ধের জন্য নানাস্থানে পাত্রের সন্ধান হইতেছে। মন্ত্রীকন্যা হেমপ্রভা রূপে গুণে ধন্যা, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই হৃদয় মোহিত হইয়া যায়; অঙ্গের গঠন প্রণালী এতই সুন্দর যে, মমের পুত্তলি বলিয়া লোকের ভ্রম জন্মে; বরাননী এমনই সুলক্ষণা যে, তিনি যাহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন, তাহার সুখ ভোগের পরিসীমা থাকিবে না। সম্বন্ধসূত্রে মন্ত্রীকুমারীর আলেখ্যখানি রাজমহিষীর হস্তগত হইয়াছে, তিনি চিত্রখানির প্রতি যতবার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, প্রতিবারেই প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার

হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছে। রাজমহিষী মন্ত্রীপুত্রীর সহিত কুমারের সম্বন্ধ নির্ণয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া স্বামী সকাশে মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন, রাজা আলেখ্যে মন্ত্রীকন্যার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া এককালে চমৎকৃত হইলেন। অন্য রাজ্যের অধিপতি হইলেও মন্ত্রী প্রতিদিন রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, উভয়ের সহিত উভয়ের সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা হইত। কথায় কথায় একদিন ভূপতি মন্ত্রী সকাশে তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী আহ্লাদে সে বিষয়ের অনুমোদন করিলেন। উভয়ের সহিত উভয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল, আদান প্রদান সম্বন্ধে উভয়পক্ষেই কোন ওজর আপত্তি হইল না।

কুমার সঙ্গোপনে বিশালাক্ষীর সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বারবিলাসিনীর কুহকে পতিত হইলেও আত্মপরিচয় তাহার নিকট অব্যক্ত রাখিয়াছিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, যদিও তিনি রমণীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিলেন, তথাচ এ কার্য্য যে সমাজে ঘৃণ্য, লোক পরম্পরায় প্রকাশ পাইলে তাঁহাকে যে অপদস্থ হইতে হইবে, দিনে দিনে এ কথা তাঁহার স্মরণপথে জাগরিত হইল। বিশালাক্ষী স্বার্থসাধনেই কুমারকে আনুগত্য ভাব দেখাইয়া তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, নীরেন্দ্রনাথের পরিচয় আত্মমুখে অব্যক্ত হইলেও, বারাঙ্গনার নিকট তৎসম্বন্ধে কিছুই অপ্রকাশ ছিল না। মন্ত্রীকুমারীর সহিত নীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইবে, দিন ধার্য্য হইয়াছে, গোপনে এ সংবাদ বিশালাক্ষী জানিতে পারিয়া, কুলটা একদিবস মিষ্টালাপে কুমারকে তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! তোমার নাকি

বিবাহ ?” প্রণয়িনীর মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া কুমার প্রত্যুত্তরে বলিলেন “প্রিয়তমে! আমার আবার বিবাহ কি ?”

“প্রাণেশ্বর! এও কি কথা ? আমি আপনার দাসী মাত্র, আমার প্রতি আপনার স্নেহপ্রকাশ পদ্মপত্রে জলবিন্দু—কতক্ষণের জন্য ? এই আছে, এই নাই। আজ আমাকে এত আদর যত্ন করিতেছেন, হয়ত কাল আর এভাব থাকিবে না। আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেও ঘৃণা বোধ করিবেন।”

“সুন্দরি! আমি তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সহসা তোমার মনে এরূপ ভাব হইল কেন ?”

“পুরুষের মন কখন সদয়, কখন নিদয়! আজ আমাকে ভাল বাসিয়া, বক্ষে স্থান দিতেছেন, হয়ত কাল আমার ছায়া স্পর্শে ঘৃণা বোধ করিবেন। আপনি সংসারী—সংসার ধর্ম্ম করিতে হইলে, বিবাহ করিতে হইবে। নবযুবতীকে গৃহে আনিয়া কি আর আমাকে আপনার মনে ধরিবে ?”

“আমার জীবন সর্ব্বস্ব! আজ তুমি অনর্থক এ সকল কথা উত্থাপন করিয়া আমার প্রাণে কেন ব্যথা দিতেছ ? বিবাহের কথা উঠিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তোমার রূপে মোহিত, আমি তোমায় ছাড়িয়া অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। তুমিত জান—আমি তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি।”

“সে ভাই, কেবল কথার কথা! আমার মন ভুলাইবার জন্য তুমি এরূপ কথা বলিতেছ, কিন্তু সময়ে এসব কিছুই স্মরণ থাকিবে না। বিবাহ কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে অনাথা বলিয়া মনে রাখিও, তোমার অনুগ্রহে আমি সর্ব্বসুখী হইয়াছিলাম। অভাগীর অদৃষ্টে এসুখ ভোগ হইবে

কেন? আমি মহাপাতকী, তাই প্রাণের প্রাণ পাইয়াও সময়ে বিদায় দিতে হইল—সকলই অদৃষ্ট !"

চতুরা বিশালাক্ষী এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে বসিল, তাহার নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। সরল প্রকৃতি নীরেন্দ্রনাথ প্রণয়িনীকে এরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস বাক্যে তাহাকে কতই সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কুমারের সোহাগে বিশালাক্ষী পুনরায় কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল "আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, আমার জন্য আপনাকে কষ্ট-ভাগী করিব না, তবে আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, বিবাহকালে পাত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না, উভয়ে একত্র হইলেও নয়নে নয়নে যেন মিলন না হয়; যদি এক দিনের জন্যও আমাকে ভাল বাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার শপথ—দাসীর এই কথাটি রক্ষা করিবেন, আপনার নিকট আমার অন্য ভিক্ষা আর কিছুই নাই।"

প্রণয়িনীর নিকট এইরূপ অনুরাগের পরিচয় পাইয়া নীরেন্দ্রনাথ তৎসমীপে শপথ করিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া বলিতেছি যে, যতদিন তোমায় আমায় ভালবাসা থাকিবে, কখনই তাহার মুখাবলোকন করিব না। তুমি আমার প্রতি সদয় থাকিও, আমি তোমার রূপেই মুগ্ধ থাকিয়া যেন জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কাটাইতে পারি।"

বিশালাক্ষী প্রেমিককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাদর সোহাগে ভালবাসার ভাণে প্রেমের কতই চিত্র অঙ্কিত করিল, কুমার প্রণয়িনীর হাবভাবে মোহিত হইলেন।

---

(১৩)

মহিষী অতি যত্নে মন্ত্রীপুত্রী হেমপ্রভার আলেখ্যখানি নিকট রাখিয়াছেন, ভাবী বধূর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েরই মনোনীত হইয়াছে, মন্ত্রীকন্যার সহিত কুমারের বিবাহেরও দিন ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, উৎসবাদির উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, তথাচ তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, পাত্রীর আলেখ্য দেখাইয়া কুমারের মনোগত অভিপ্রায় জানিবেন। আহার সময়ে কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, অবশিষ্ট সময় তাঁহার বহির্দ্দেশেই কাটিয়া যায়। মহিষী আলেখ্যখানি কুমারের হস্তে স্বয়ং দিয়া পুত্রের অভিপ্রায় জানিবেন, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সাবকাশে কুমারের অবসর হয় না, দুই একদিন কুমারকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই। সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইলে, সাক্ষাতে মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন ভাবিয়া চিত্রখানি রাজমহিষী আপনার নিকটেই রাখিয়াছেন।

এদিকে বিশালাক্ষী উদ্দেশ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া গ্রামস্থ কয়েকটী চতুরা বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। অর্থের লোভে চারি পাঁচটী বৃদ্ধারমণী তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, কথাবার্ত্তায় পরীক্ষা করিয়া তাহাদের একটীকে মাত্র নিকটে রাখিয়া অপর গুলিকে বিদায় দিল। হেমপ্রভার সহিত নীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধের বিষয় মায়াবিনী পূর্ব্বেই সন্ধান লইয়াছে, মন্ত্রীপুত্রীর প্রতিমূর্ত্তিখানি মহিষী আপনার নিকট রাখিয়া দিয়াছেন, এ বৃত্তান্তও তাহার অজ্ঞাত ছিল না; এক্ষণে বিশালাক্ষী বৃদ্ধাকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার কার্য্যে ব্রতী করিল।

ইতিপূর্ব্বেই বিশালাক্ষী মন্ত্রীপুত্রীর অপরূপ রূপলাবণ্যের পরীক্ষা পাইয়াছেন। সে বালিকা কুমারের নেত্র-পথে পতিতা হইলে আর নীরেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি প্রীতিপ্রফুল্ল ভাবে চাহিবেন না, রমণীর প্রতি কুমারের অবজ্ঞা হইবে, এই জন্যই মায়াবিনী কুমারকে বালিকার মুখের প্রতি চাহিতে নিষেধ করিয়াছে; কুমারও তাহার কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে চতুরা বৃদ্ধার সাহায্যে মহিষীর করগত চিত্রখানি বিকৃত করিতে পারিলেই তাহার মনোরথ কতক পূর্ণ হইতে পারে স্থির ভাবিয়া বৃদ্ধাকে অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

বৃদ্ধা বিশালাক্ষীর কথা মত হেমপ্রভার প্রতিমূর্ত্তিখানি বিকৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোপনে একটী রঙ্গের বাটী ও তুলিকা লইয়া রাজ অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় বসিয়া সে এমনই বিকৃত স্বরে রোদন করিতে লাগিল যে, তদ্দণ্ডে দ্বাররক্ষক আসিয়া তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা দ্বারবানের কথায় সজল নয়নে উত্তর করিল "বাবা! আমার দুঃখ তোমায় প্রকাশ করিয়া কোন ফল হইবে না।"

দ্বাররক্ষক বৃদ্ধার কথায় উত্তর করিল "কেন? কি হইয়াছে! তুই কাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিস্?"

"দ্বারবানজি! আমার কষ্ট রাণীমাতার অনুগ্রহ ভিন্ন অন্যের দ্বারা দূর হইবার নহে।"

দ্বারবান বৃদ্ধার কথায় আর কোন দ্বিরুক্তি করিল না। বৃদ্ধা আপন মনে ছন্দোবন্ধে রোদন করিতে লাগিল। রাজকুমারের বিবাহ উৎসবে সকলেই মত্ত, প্রাসাদে আনন্দ উৎসব প্রবাহিত

হইতেছে, এমন সময়ে বৃদ্ধার এরূপ বিলাপকাহিনী সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিল। বৃদ্ধার কথা অনতিবিলম্বেই রাজ-অন্তঃপুরে প্রচার হইয়াছিল; মহিষীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা বৃদ্ধার সবিশেষ সন্ধান লইবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে অধিকতর করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। পরিচারিকা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল "কেন তুমি এরূপ রোদন করিতেছ? তোমার যদি টাকা কড়ির অভাব হইয়া থাকে, আমার সঙ্গে আইস, রাণীমাতার আদেশ মত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিব।"

পরিচারিকার কথায় বৃদ্ধা কহিল, "আমার অন্য সাধ আর কিছুই নাই, একবার মহারাণীর চরণ দর্শন করিব; যদি তুমি আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলেই জানিব, তোমার দ্বারা আমার উপকার হইল।"

পরিচারিকা বৃদ্ধার নিকট আর অপেক্ষা না করিয়া এককালে মহিষী সমীপে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধার কথা জানাইল। রাজরাণী কুমারের বিবাহ জন্য সাতিশয় ব্যস্ত রহিয়াছেন, মাঙ্গলিক ক্রিয়া কলাপাদির স্বয়ং উদ্যোগ করিতেছেন, তথাপি বৃদ্ধার এরূপ মনো-কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার সরল প্রাণে ব্যথা লাগিল; তিনি বৃদ্ধাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে দাসীর প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা কি জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে এরূপ ব্যগ্র হইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অল্পক্ষণ পরেই পরিচারিকা বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া মহিষী সমীপে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা রাণীমাতার দর্শন পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে আত্মকাহিনী প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধার কথায় মহিষী বুঝিলেন যে, মন্ত্রী এক্ষণে যে প্রদে-

শের অধীশ্বর হইয়াছেন, সেখানেই বৃদ্ধার বাস। নারীসুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া রাণী সোৎসুকে বৃদ্ধাকে মন্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধা উত্তর করিল "রাণী মা! আমি সেই রাজার বাটীতে প্রতিদিন যাইয়া থাকি, তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ আমাকে বিশেষ ভালবাসেন; যেদিন হইতে আমি পুত্র কন্যায় বঞ্চিত হইয়াছি, ঈশ্বর আমাকে সন্তান সন্ততির সুখভোগে নিরাশ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমার সারা দিনই তাঁহার বাটীতে কাটিয়া যায়।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মহিষী ভাবিলেন, অবশ্যই এই বৃদ্ধা হেমপ্রভাকে দেখিয়া থাকিবে। প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যদিও তিনি বালিকাকে পরম রূপবতী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তথায় বৃদ্ধার মুখে সবিশেষ পরিচয় অবগত হইলে তাঁহার চিত্ত অধিকতর প্রীত হইবে, এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তিনি শশব্যস্তে আপনার কক্ষ হইতে হেমপ্রভার প্রতিমূর্ত্তিখানি আনিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল দেখদেখি, তুমি যে মন্ত্রীকন্যার কথা বলিতেছ, এই চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য হয় কি না?"

চিত্রখানি কয়েক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বৃদ্ধা ক্ষিপ্র হস্তে একে একে সেই বস্ত্র খণ্ডগুলি উন্মোচন করিয়া চিত্রখানি হস্তে লইয়া মহিষীর অজ্ঞাতসারে বর্ণময়ী তুলিকা দ্বারা এককালে সেখানি বিকৃত করিয়া ফেলিল এবং যেরূপ ভাবে আচ্ছাদিত ছিল, ঠিক সেইরূপ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিতে লাগিল, এবং মহিষীর চিত্তবিনোদনের জন্য বলিতে লাগিল "কুমারী নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। দেবী আপনার ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন, তাই সুন্দরীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন।"

বৃদ্ধার কথায় মহিষী সাতিশয় প্রসন্না হইলেন এবং তাহাকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

বৃদ্ধার মুখে হেমপ্রভার রূপের কথা শুনিয়া রাজরাণী এতই আনন্দিতা হইয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা যখন চিত্রখানি প্রত্যর্পণ করিল, সে সময়ে আলেখ্যখানি যে এককালে বিকৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লইবারও তাঁহার সাবকাশ হয় নাই। বৃদ্ধা চিত্রখানি যে ভাবে বাঁধিয়া দিল, তিনি সেই রূপেই তাহা লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

রাজা ও রাণী চিত্র দেখিয়াই উভয়েই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে একবার কুমারকে দেখাইলেই মহিষীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়, তিনি কুমারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে বৃদ্ধা বিশালাক্ষীর কার্য্য শেষ করিয়া মনোমত পুরস্কার লাভ করিয়া সহাস্য বদনে গৃহে ফিরিয়া গেল।

---

(১৪)

সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যায়। যেদিন নীরেন্দ্রনাথের সহিত হেমপ্রভার বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে, তাহার আর বিলম্ব রহিল না। ধ্বজাপতাকা, নহবৎ, দীপালোক প্রভৃতি সাজ সরঞ্জমে রাজপথ সুসজ্জিত হইয়াছে, দাস দাসী অমাত্য পারিষদবর্গ সময়োচিত অলঙ্কার ও বেশ ভূষা পুরস্কার পাইয়াছে, দীন দরিদ্রদিগের জন্য রাজকোষ মুক্ত রহিয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মাত্রই পূরণ হইতেছে, আমোদ প্রমোদের তরঙ্গ বহিতেছে, রাজ্যদেশে উৎসবের আয়োজনাদির কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই।

সকল বিষয়েই সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, আগামী কল্য রাজকুমারের গাত্রহরিদ্রার দিন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মহিষীর মনোসাধ পূর্ণ হয় নাই; তিনি নীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কয়েক দিবস তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতেই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। রাণীর একান্ত ইচ্ছা গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্বে কুমারকে পাত্রীর প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখাইয়া তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইবেন, অন্য তাহা সম্পন্ন না হইলে মহিষীর মনের সাধ মনেই থাকিবে; এজন্য তিনি আর একবার দাসীকে কুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পরিচারিকার সহিত নীরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইল, রাণীমাতা যে কয়েক বার তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া ছিলেন, এ সংবাদ কুমার ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; এজন্য তদ্দণ্ডে মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। মহিষী নীরেন্দ্রনাথের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা! আমি কতবার ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি, একবারও দেখা পাই নাই।"

"মা! আমি বহির্বাটীতে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, আপনার আদেশ আমি জানিতে পারি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

"বাবা! তুমি আমাদের অন্ধের যষ্ঠি! তোমার মুখ চাহিয়াই আমরা সংসারী, পিতা মাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কাজ করিও না। অধীশ্বর তোমার মুখ তাকাইয়াই আজ পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে ব্যাপিত রহিয়াছেন। তোমাকে কোন বিষয়ে অপরাধী বলিতে আমাদের প্রাণে বাজে। এখন আমার এই একটী সাধ আছে—"

মহিষী এই কথা বলিতে বলিতে বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রতিমূর্ত্তিখানি

লইয়া নীরেন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিলেন, মাতৃ প্রদত্ত সামগ্রীটী কুমার সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বস্ত্রের মধ্যে যে কি আছে তাহা তিনি কিছু মাত্র অবগত নহেন, এজন্য সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন " মা! একি! আমি ইহা লইয়া কি করিব।"

"বাবা! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই বস্তুটী স্বহস্তে তোমাকে দিব, আজ আমার সে মনস্কামনা পূর্ণ হইল। জানিও ইহার মধ্যে যাহার প্রতিমূর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাকে লইয়াই তোমায় সংসারী হইতে হইবে, তোমাকে অন্য কথা বলিবার আর কিছুই আমার নাই। তুমি আপনার গৃহে যাইয়া এই প্রতি-মূর্ত্তিখানি দেখিলেই সবিশেষ বুঝিতে পারিবে।"

মাতার কথা মত কুমার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনত মস্তকে মহিষীকে যথাযথ অভিবাদন করিয়া চিত্রখানি হস্তে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিশালাক্ষী এক্ষণে কুমারের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী। দিনে দিনে পাপীয়সী নীরেন্দ্রনাথকে এরূপ আয়ত্তাধীন করিয়াছে, যে শয়নে স্বপনে তাহার প্রতিমূর্ত্তিই কুমারের হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকে। নীরেন্দ্রনাথের বয়স্যগণ পূর্ব্বে সদাসর্ব্বদা তাঁহার সহিত একত্রে থাকিত, এক্ষণে তাঁহার তাহাদের প্রতি আর সে অনুরাগ যত্ন নাই, সকলেরই সহিত কুমারের দেখা সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু পূর্ব্বের মত সে সরলভাবে মেশামিশি আর নাই। তিনি তাহাদের লইয়া গল্পালাপ করেন, কথাবার্ত্তা কহেন, তথাচ তিনি যেন কি এক আবরণে আচ্ছাদিত থাকেন, প্রকৃত মনের কথা তাহাদের কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না।

মহিষী প্রদত্ত চিত্রখানি নীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে আনিয়াই

নিভৃতে তাহার আদ্যোপান্ত দেখিলেন। বৃদ্ধা কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বেই আলেখ্যখানি বিকৃত হইয়াছিল, তথাচ বালিকার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য বিকাশ পাইতে লাগিল। চিত্রের প্রতি একবার তিনি দৃষ্টিপাত করেন, পরক্ষণে প্রণয়িনী বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-পথে উদিত হইলে হস্তস্থিত চিত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। কুমার মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, পিতা মাতার সন্তোষের জন্ম তাঁহার এ বিবাহ, তিনি পূর্ব্বেই বিশালাক্ষীকে আত্ম সমর্পণ করি-য়াছেন; এ দারপরিগ্রহে তাঁহার আমোদ প্রমোদের কোন পক্ষেই ব্যাঘাত ঘটিবে না, অধিকন্তু মন্ত্রীপুত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ যে পরহস্তগত হইয়াছে, সময়ে তিনিই তাহার অধিকারী হইবেন, মন্ত্রীর অন্য সন্তান সন্ততি আর কেহই নাই, যে সে ভোগ দখল করিবে। রাজকুমার চিত্র দর্শনে মনে মনে প্রীত হইলেন।

এদিকে বিশালাক্ষী বৃদ্ধার সাহায্যে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে, রমণীর প্রেমে রাজকুমার উন্মত্তপ্রায়, দিনে দিনে পিশাচিনী কুমারের উপর এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, যে তাহার সকল কথাই নীরেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিয়া থাকেন। বিবাহের রাত্রে উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, বিশালাক্ষী কুমারকে নয়নের অন্তরালে রাখিয়া বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিবে—প্রণয়িনীর প্রাণে ব্যথা দিতে নীরেন্দ্রনাথ একান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু পিতা মাতার সাধ আহ্লাদে হন্তারক হইলে, হয়ত তাঁহারা বিরক্ত হইতে পারেন; এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমার বিশালাক্ষীর নিকট এক রাত্রের জন্য বিদায় লইয়াছেন। বিবাহ উৎসব উপলক্ষে বিশালাক্ষীর কয়েকখানি নূতন অলঙ্কার হইয়াছে, নীরেন্দ্রনাথ

মোহিনীর মনের ভাব ব্যক্ত হইতে না হইতেই সে সমস্ত প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

---

(১৫)

অর্থ ব্যয়ে সংসারের সাধআহ্লাদ যাহা পূরণ হয়, বৃদ্ধ রাজা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সে সমস্ত আমোদ প্রমোদের কোন অংশেই ত্রুটি করেন নাই। মহাসমারোহে নীরেন্দ্রনাথের বিবাহ উৎসব সাঙ্গ হইয়াছে। মন্ত্রী রাজার চিরানুগত, বিবাহসূত্রে তাঁহার সহিত বৃদ্ধরাজের সদ্ভাবের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে, আদৌ কথান্তর উপস্থিত হয় নাই, নির্ব্বিঘ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বধূমাতাকে গৃহে আনিয়া রাজার সুখের সীমা নাই, মহিষী কন্যার ন্যায় হেমপ্রভাকে আদর যত্ন করিতেছেন, রাজসংসার যেন আনন্দস্রোতে ভাসিতেছে।

ধর্ম্মের সংসারে দিনে দিনে সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে; রাজমন্ত্রী অবস্থার বৈষম্যেও নিত্যকার্য্যে অবহেলা করেন নাই; তিনি এতাবৎকাল ঈশ্বর চিন্তায় সংযত থাকিয়া দিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, সম্পদ বিপদে একদিনের জন্যও তাহার অন্যথা করেন নাই, আজও সেই ভাবেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছে। সময় স্রোতে অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তনে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। স্বামীর ধর্ম্মানুরাগে স্ত্রীর ধর্ম্মভাব স্বতই বিকাশ হইয়া থাকে, মন্ত্রীপত্নীও পতির অনুসরণ করিয়াছেন। সংসারের সাধ আহ্লাদে তাঁহাদের তাদৃশ আসক্তি হয় না, তথাচ লৌকিকতা বজায় রাখিতে উভয়েই কোন অংশে ত্রুটি করেন না।

হেমপ্রভা বালিকা বয়সেই রূপে গুণে লোকের চিত্তাকর্ষণ

করিতেন, এক্ষণে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার অলৌকিক রূপরাশিতে দশদিক আলোকিত হইতেছে। কুমারীর বালিকা বয়স হইতেই পিতার ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত লক্ষ্য ছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছে। পিতা মাতা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে যোগ্যবরে সম্প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু রাজকুমারের চরিত্র পূর্ব্বেই কলুষিত হইয়াছে, হতভাগ্য দেবীমূর্ত্তিকে অকলঙ্কী করিয়াও কুলটার প্রেমে এমনই উন্মত্ত যে, সেই স্বর্ণপ্রতিমার প্রতি ফিরিয়া চাহিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না। হেমপ্রভা সকল সুখে সুখী হইয়াও স্বামী প্রেমে বঞ্চিত; এক্ষণে তিনি আর বালিকা নহেন, যৌবনের সর্ব্বলক্ষণ তাঁহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিকাশ হইয়াছে। হেমপ্রভা বয়সসুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি মনের উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করেন। লজ্জা সরমে প্রাণের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না। যখন সময়ে সময়ে যৌবন তাড়নায় একান্ত অধীরা হইয়া পড়েন, এক মনে ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করেন।

বিবাহের পর হইতেই নীরেন্দ্রনাথের আমোদ প্রমোদ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে; তিনি প্রতি দিনই বিশালাক্ষীর গৃহে রাত্রি যাপন করেন, জীবন সঙ্গিনী জানিয়া বিশালাক্ষীকেই আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। পাপীয়সী এক্ষণে কুমারকে ক্রীড়ার পুত্তলি প্রাপ্ত করিয়াছে। এক সময়ে বিশালাক্ষী অতি দীনাবস্থায় দিন যাপন করিত, উদরের অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য তাহাকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত, আজ তাহার গৃহদ্বারে দ্বারবান বসিয়াছে, দাস দাসীতে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতেছে, কুহকিনী

অনন্ত মনে নীরেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ সাধনেই ব্রতী হইয়াছে। বেশ ভূষা সাজসজ্জার প্রয়োজন হইলে মায়াবিনীর মুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই তৎসমুদয় কুমার স্বয়ং আনাইয়া দেন।

বৃদ্ধ রাজা পুত্রের মুখ চাহিয়াই এখনও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন; সংসারের সাধ আহ্লাদ বহুপূর্ব্বেই তাঁহার শেষ হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় বৃদ্ধবয়সে পুত্রমুখ দেখিয়া তিনি নবীন উৎসাহে সকল কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু যেদিন হইতে নীরেন্দ্রনাথের কলুষিত প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার সকল বিষয়ে শৈথিল্য দাঁড়াইয়াছে, পুত্রের কলঙ্ক লোকসমাজে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকেই অপদস্থ হইতে হইবে, তাহাতে রাজা; তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি রহিয়াছে। অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা যে, তিনি পুত্রের বিষয় যতই চিন্তা করিতেছেন, উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তথাচ পুত্রের কলুষিত চরিত্র সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট কোন কথা ব্যক্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। বড় সাধে তিনি পুত্র কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য পুত্র তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় আনন্দপ্রদ না হইয়া অবসাদের মূল হইয়াছে।

মহিষী মনোমত বধূমাতা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে রাজকুমারের আচার ব্যবহারে তাঁহার চিত্তের বিকৃতভাব দাঁড়াইয়াছে। এত সাধ্যসাধনায় ঈশ্বর যে তাঁহাকে পুত্রবতী করিলেন, রাজরাণীর বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি সাধের সংসার পাতিলেন, একমাত্র কুমারের অসৎ চরিত্রে রাজসংসারের সে শ্রী ছাঁদ যেন লোপ পাইতে লাগিল। কুমারের কলুষিত চরিত্রের কথা তাঁহারও

অবিদিত রহিল না, পুত্র যে প্রতি রাত্রি স্থানান্তরে যাপন করিয়া থাকেন, এ সম্বাদও তিনি পাইয়াছেন; সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূমাতার স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না, পতিপ্রণয়িনী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছেন, ক্ষণে ক্ষণে এই কথা মহিষীর হৃদয়-ক্ষেত্রে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে থাকে; তিনি কখনও বধূমাতাকে পিতৃগৃহে কখন বা আপনার নিকট রাখিয়া যুবতীর চিত্ত প্রীতি সম্পাদনে প্রয়াসী হইয়া থাকেন।

---

(১৬)

কুমারের কলুষিত চরিত্র রাজা ও মন্ত্রী পরিবার উভয় পক্ষেরই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে; ভূপতি ও মন্ত্রী উভয়েই এক্ষণে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছেন, উভয়েরই সংসারের সাধ আহ্লাদ মিটিয়া আসিয়াছে; তবে পুত্র কন্যার সুখ সম্ভোগে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন। রাজা ও মন্ত্রী পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া অধিকতর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, এ শুভ পরিণয়ে তাঁহাদের পরস্পর অধিকতর প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বিকৃত-মতি নীরেন্দ্রনাথের অসদাচরণে দুইটী সংসার যেন বিশৃঙ্খল হই-বার উপক্রম হইয়াছে, এ সময়ে রাজপুত্র আপনার শোচনীয় অব-স্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে, চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা না করিলে, দুইটী সংসারই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

বৃদ্ধ রাজা ও মহিষীর সর্ব্বস্ব ধন অন্ধের নয়ন রাজনন্দনের যে দিনে দিনে অধোগতি হইতেছে, প্রতীকার সাধনে সত্বর উদ্যোগী না হইলে, তাঁহাদের আর সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে না।

পুত্রের এরূপ কুৎসিৎ প্রকৃতির পরিচয়ে বৃদ্ধ পতিপত্নী উভয়েই মনে মনে সাতিশয় অসুখী হইয়াছেন। কিন্তু আত্মজের কলঙ্কের কথা জনসমাজে ব্যক্ত হইলে, তাঁহাদেরই অপবাদের কথা ভাবিয়া মনের উদ্বেগ মনেই রাখিয়াছেন, সাধ আহ্লাদের ইচ্ছায় উভয়ে যে এত কষ্ট ভোগ করিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সকল সাধে হস্তারক হইলেন; উভয়েই আপন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন।

হেমপ্রভা এক্ষণে শ্বশুরালয়েই দিনপাত করেন, দাস দাসী তাঁহার পরিপর্য্যায় নিয়োজিত থাকে। বেশ ভূষা সাজসজ্জা কোন সুখেরই তাঁহার অভাব নাই, কিন্তু পতিপ্রাণা রমণীর নিকট এ সকল সুখভোগ অতি তুচ্ছ; যুবতী সকল সুখে সুখী হইয়াও পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছেন, এই দুঃখেই তাঁহার দিবাযামিনী অতিবাহিত হইতেছে। মহিষী বধূমাতাকে দুহিতৃভাবে আদর যত্ন করেন। শাশুড়ীর সহিত হেমপ্রভার এরূপ ভালবাসা হইয়াছে যে, বৃদ্ধা তাঁহাকে এক দণ্ডের জন্যও নয়নের অন্তরাল করেন না। শ্বশুর শাশুড়ীর আদর যত্নের কোন অংশেই অভাব নাই, মন্ত্রীকুমারী তাঁহাদিগকে পিতৃ মাতৃভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যখন যাহা অভাব হয়, অথবা ভাল মন্দ মনে উদয় হয়, অকপট চিত্তে তিনি শাশুড়ীর নিকট মনভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, মহিষীও বধূমাতার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল রাখেন।

একদিন আহারান্তে বধূমাতাকে লইয়া মহিষী আপনার কক্ষে বসিয়া গল্পালাপ করিতেছেন, উভয়ে সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে হেমপ্রভা সলজ্জভাবে মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিল "মা! আমার মনে একটী সাধ হইয়াছে, যদি এ বিষয়ে

আপনাদিগের অনুমতি পাই, তাহা হইলে একবার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি।”

বধূর কথায় মহিষী সস্নেহে প্রত্যুত্তর করিলেন, “কেন মা! আমি তোমার সকল সাধইত পূর্ণ করিয়া থাকি, তবে আজ এত সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? তোমার অভিপ্রায় আমার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যক্ত কর, অবশ্য তাহার পূরণ হইবে।”

“মা! আজ আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইতেছি, এ বিষয়ে আপনাদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা চাই; আপনাদিগের সহানুভূতি না পাইলে,আমার এ কার্য্যে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। কেবল আপনার অনুমতি লইয়া এ কার্য্য করিতে আমার শক্তিতে কুলাইবে না, ইহার অনুষ্ঠান পূজ্যপাদ কর্ত্তামহাশয়েরও অনুমতি সাপেক্ষ। বহুদিবস হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, আপনাদিগের অনুগ্রহে আমার কোন সুখেরই অভাব নাই, কিন্তু আমার অদৃষ্ট দোষে এত দিন পতিসুখে বঞ্চিত রহিয়াছি। রমণীর স্বামীই জীবনসর্ব্বস্ব, পতির আদরেই সতীর সম্মান; যার আদরে আদরিণী, অদৃষ্টদোষে এ পূর্ণ যৌবনে যদি সেই স্বামীর সোহাগ কি বস্তু না বুঝিলাম, সেই সুখ যদি উপভোগ না করিলাম, তাহা হইলে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি?”

হেমপ্রভার মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইতে না হইতেই তিনি অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিলেন, দরদরধারে যুবতীর নয়নযুগল হইতে বারিধারা বর্ষিতে লাগিল। মহিষী বধূমাতার এই মনকষ্টের কথা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন; ছলে কৌশলে তিনি এতাবৎকাল যুবতীর মন ভুলাইয়া রাখিতেছিলেন কিন্তু সতীর প্রণয়ের গতিরোধ হইবার নহে! যুবতী এতদিন প্রণয়াবেগ মনে মনেই সম্বরণ করিয়াছিলেন, লজ্জা সম্ভ্রমে শ্বশুর শাশুড়ী কাহারও

নিকট প্রাণের কথা বাহির করেন নাই, আজ তাঁহার প্রাণ প্রণয়োদ্বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে; তিনি মনের আবেগ মনে চাপিতে অক্ষম হইয়াই কথা প্রসঙ্গে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

মহিষী বধূমাতার মনবিকার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। স্বহস্তে তিনি হেমপ্রভার নয়নজল মুছাইয়া দিলেন এবং তাঁহার কথায় ব্যথিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "মা! কুমারের দোষেই সোণার সংসার আজ ছারখার হইতেছে। আমরা আর কয়দিন বাঁচিব, আমাদের অবিদ্যমানে সকল ভারই তোমাদের উপর; কুমার পরিণামের প্রতি চাহিয়া দেখেন না, তাই এরূপ অসার আমোদে মাতিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সোণার সংসারেও কালিমা ঢালিতেছেন। মা! কুমার যাহাতে সংসারী হয়, যদি তুমি এরূপ কোন কৌশল করিতে পার, আমরা সাধ্যমত তাহার উপায় করিয়া দিব। তোমাদের সুখেই আমাদের সুখ, তুমি যে এ বয়সে স্বামীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, ইহাতে কি আমার প্রাণ ব্যথিত নহে? কিন্তু কি করিব? ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিমুখ, নতুবা স্বর্ণ-প্রতিমা গৃহে আনিয়াও কুমারকে গৃহবাসী করিতে পারিলাম না? সকলই অদৃষ্টের দোষ!"

"মা! আমার দুঃখে আপনাদের দুঃখ আপনারা যে আমার ব্যথায় ব্যথিত হন, তাহা আমি জানি; তাই আজ মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, যদি স্বামীকে সংসারী করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন রাখিব, নতুবা এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব—লোকালয়ে আর এ মুখ দেখাইব না।"

"মা! তোমার মুখ চাহিয়াই আমরা আজও সংসারী আছি। যে দিন হইতে কুমারের অধোগতি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সকল সুখে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। তুমি মা মরণের কথা বলিলে প্রাণ যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে! কেন মা, তুমি বল—কি কৌশলে কুমারকে সংসারানুরাগী করিবে? তোমার কথায় যে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে, বল—আর বিলম্ব করিও না, তোমার কথায় আমার প্রাণ অধীর হইতেছে।"

"মা! আমি কখন এমন কাজ করিব না, যাহাতে গুরুজনের প্রাণে বাজে; আপনারা আমাকে বিশেষ ভালবাসেন, আপনাদের স্নেহেই দাসী প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। আমি শুনিয়াছি—কুমার এক বেশ্যার প্রেমে অনুরক্ত হইয়া সেই স্থানেই সারারাত্রি থাকেন! পাপীয়সীর মোহিনীশক্তিতে কুমার এতই মুগ্ধ যে, তিনি সংসারের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা এই যে, আপনারা কয়েক দিবসের জন্য সেই বেশ্যার সন্নিকটেই একটী বাটীতে আমার বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন, আমি দাস দাসী লইয়া কয়েকদিনের জন্য সেইখানেই থাকিব। আর এক কথা, এ দেশে যত গোয়ালিনী আছে, এই কয়েকদিনের জন্য তাহাদিগকেও সেইখানে থাকিতে হইবে, আমি তাহাদের সহিত মিলিয়া দুগ্ধের ব্যবসা করিব। আমায় একটী রৌপ্যের কলসী দিবেন, আমি সেই কলসীতে দুগ্ধ পূরিয়া সেই বেশ্যার বাটীতে দুধ বেচিতে যাইব। দেখি, ইহাতে আমার মন-সাধ পূর্ণ হয় কি না;—কুমার সংসারী হন কি না?"

"মা! তুমি যাহা বলিলে, আমার ইহাতে অমত নাই, কিন্তু সে কুহকিনী কুমারকে যেরূপ বশীভূত করিয়াছে, তুমি সরলা

অবলা তাহাতে কুললক্ষ্মী ; তুমি কি এরূপে সে-ডাকিনীর হাত হইতে কুমারকে ছাড়াইয়া আনিতে পারিবে? ঈশ্বর কি আমাদের সে দিন দিবেন যে, কুমার সংসারী হইবে। আজই মহারাজকে তোমার মনের অভিপ্রায় জানাইব, তিনিও পুত্রের ব্যবহারে দিবারাত্রি অন্ত-র্জ্বালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন। যদি কোন উপায়ে হতভাগ্য কুমারের দুর্ম্মতি ফিরাইয়া সংসারী করিতে পার, তাহা হইলে জানিব, মা তোমার গুণেই পতনোন্মুখ সংসার আবার রক্ষা হইবে ; আমরা হারানিধি পুনরায় পাইব। রাজপুত্রের বর্ত্তমান ব্যবহারে আমাদের সে আশা ভরসা আর নাই। ঈশ্বর কি মা সে দিন দিবেন!"

শাশুড়ীর সহিত হেমপ্রভাব এইরূপ নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। উভয়েরই হৃদয় রাজপুত্রের জন্য অসুখী, উভয়েই উভয়কে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ; কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। মহিষী মনে মনে স্থির করিলেন, হয় ত সাধ্বী সতীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

---

(১৭)

বিশালাক্ষী যে বাটীতে বাস করে, রাজপ্রাসাদ হইতে অন্তরালে হইলেও সে স্থানটী রাজ্যের বহির্ভুক্ত নহে, তবে বেশ্যাপল্লী ; তথায় অধিকাংশ ইতর লোকের বাস। সম্মুখেই প্রশস্ত রাজপথ রহিয়াছে, নাগরিকগণের ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সময়ে সময়ে সেই পথে গতিবিধি হইয়া থাকে। তাহার অনতিদূরে রাজার এক বিলাস ভবন। এক্ষণে রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সংসারের সাধ মিটিয়া আসিয়াছে, এ সময়ে সে বাটীটি প্রায় সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে, তবে রাজার ধনের অভাব নাই, তথায় তাঁহার যাতায়াত

না থাকিলেও, লোকজনের পূর্ব্বমত বন্দোবস্ত রহিয়াছে, সাজসজ্জারও কোন অংশে অভাব হয় নাই, ঘর দ্বার সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বধূমাতার অভিলাষমতে মহারাজ এই বিলাস ভবনটীই তাঁহার কয়েক দিবস বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; রাজাজ্ঞায় নাগরিক গোয়ালিনীগণ তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতেছে, সকলেই সুন্দর বেশভূষায় সুশোভিত, কুমারপত্নীও সময়োচিত বসন ভূষণে সাজিয়াছেন। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে।

বিলাস ভবনটী এক্ষণে গোয়ালিনীর বসবাসে নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহারা সকলেই বাটীর একতল গৃহে অবস্থিতি করে, দ্বিতলে একমাত্র হেমপ্রভা থাকেন। তাঁহার পরিচারিকাগণ সকলেই সঙ্গে আসিয়াছে। মন্ত্রীকুমারী গোয়ালিনীবেশে বিশালাক্ষীর বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাণেশ্বরকে মোহিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আরও কয়েকটি সুন্দরী গোয়ালিনী থাকিবে, তাহারাও বিবিধ বর্ণের বেশভূষায় সজ্জিতা হইবে, প্রত্যেকেই দুগ্ধপূর্ণ কলস কক্ষে যাইবে। হেমপ্রভার আদেশ মাত্রেই সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। এখন রাজকুললক্ষ্মী যদি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন, পথভ্রান্ত রাজকুমারকে যদি আয়ত্তে আনিতে পারেন, সংসারধর্ম্মে তাঁহার যদি অনুরাগ জন্মে, তাহা হইলেই হেমপ্রভার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, নতুবা তাঁহাকে লোকলজ্জায় সাতিশয় অপদস্থ হইতে হইবে, তিনি লজ্জায় জনসমাজে মুখ দেখাইতে কুণ্ঠিতা হইবেন। বাল্যকাল হইতেই রাজনন্দিনী ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষম পরীক্ষা;

তিনি এই সময়ে একমনে বিপদবারণ ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। আরাধনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল, তথায় জনপ্রাণী কেহ রহিল না ; ইতিপূর্ব্বেই দাস দাসীকে সে স্থান হইতে বিদায় দিয়াছিলেন।

কুমার প্রতি দিনই বিশালাক্ষীর ভবনে আগমন করিয়া থাকেন, সতীর সহিত পতির সাক্ষাৎ না থাকিলেও হেমপ্রভা কোন সময়ে স্বামীর তথায় গতিবিধি হয়, পূর্ব্বেই সংবাদ লইয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি নির্ব্বাচিত গোয়ালিনীগণকে মনোমত সাজ সজ্জায় সাজাইয়া স্বয়ং সুচারু বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সকলে মিলিয়া কলসীকক্ষে বিশালাক্ষীর বাটীর দিকে চলিলেন, কলসীগুলি দুগ্ধে পরিপূর্ণ। তাহারা মৃদুমন্দ গতিতে পথে চলিতেছে, এদিকে সুললিত সঙ্গীতে শ্রোতার মন প্রাণ আকুল হইতেছে। সকলেরই বদন অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, তথাচ রমণীকণ্ঠের সুমধুর স্বরে প্রাণ মন যেন কাড়িয়া লইতেছে! বামাকণ্ঠের স্বর, অতি মধুর, যত শোনা যায়, ততই যেন শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহারা গাহিতেছে :—

কেঁড়ে ভরা দুধ রয়েছে কে নিবিবে আয়।
চলে যেতে চলকে উঠে নর্দা গড়ায় তায়॥
এ দুধ যে কিনতে পারে, রসিক সুজন বলি তারে,
বিকাই নাত যারে তারে, এমনই কি দায়।
যে জানে এ দুধের কদর, তার কাছে আর নাইত দর,
কাতরে চায় করে আদর, লুটিয়ে পড়ে পায়;
যেচে বেচে সাধ মেটেনা, বিয়াদের এ লেনা দেনা,
আলাপেত যায় না চেনা, মজে কি মজায়।

নীরেন্দ্রনাথ বিশালাক্ষী সহ প্রেমালাপে বিহ্বল থাকিলেও কামিনীগণের এই কোমল কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিল। কুমার অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইলেন, তদ্দণ্ডে গৃহের জানালা উন্মুক্ত করিয়া গায়িকাগণের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রমণীগণের সঙ্গীতে বিরাম নাই, তাহারা সকলেই সমস্বরে সেই একই গীত গাইতেছে। সুধার সঙ্গীতে নীরেন্দ্রনাথের মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, তিনি তদ্দণ্ডে গায়িকাদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

হেমপ্রভা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশেই কুললক্ষ্মী হইয়া পথের বাহির হইয়াছিলেন, প্রাণেশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সহচরীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। নীরেন্দ্র গোয়ালিনীগণের বেশ ভূষা, ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সাধারণতঃ দুগ্ধবিক্রয়কারিণীগণ যে অবস্থায় দিন যাপন করে, ইহাদের সহিত তাহাদের কিছুরই মিল নাই। কুমার মনে ভাবিলেন, হয়ত ইহারা কোন উদ্দেশ্য সাধনে আসিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণে সে সংস্কার তাঁহার আর রহিল না; তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা দুধ বেচিতে রাস্তায় কেন?"

"ঘরে খরিদ্দার পাইলে, এখানে আসিতে হইত না।"

"দুধ কি আর বিকায় না? যে তোমরা দল বাঁধিয়া বাহির হইয়াছ?"

"মহাশয়! দুধের কাটতি খুবই আছে, তবে কিনা—জিনিষ বুঝে দর।"

"কেন? বাজারে কি ভাল দুধ পাওয়া যায় না।"

"আমরা বাজারে জিনিষ বেচি না, যদি আপনার আবশ্যক থাকে, দুধ নিন, খেয়ে দেখবেন, বাজে জিনিষ কিনা।"

"ভাল, দর কত?"

"এক কলসী দুধের দর, এক কলসী টাকা।"

"দরটা চড়া বটে, যাহাই হউক, তোমরা যে কয় কলসী দুধ আনিয়াছ, সবটা দিয়া যাও। আমি টাকা দিতেছি।"

"একেইত বলে খরিদ্দার, আপনি দুধের আদর জানেন, দর দস্তর করতে হ'ল না।"

নীরেন্দ্র গোপীগণকে পাত্রস্থিত সমস্ত দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে বলায়, তাহারা তাহাই করিল। তিনিও কথামত টাকা দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু কুমার তাহাদের সঙ্গীতে মোহিত হইয়া ছিলেন, একান্ত ইচ্ছা তাহাদিগকে আর একটী গান গাইতে বলেন; মনের কথা মনেই রহিল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সম্মুখে প্রণয়িনী রহিয়াছে, হয়ত এরূপ করিলে বিশালাক্ষী তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারে, তিনি আর কোন কথাই বলিলেন না; কেবল এই মাত্র বলিলেন, "আচ্ছা! দুধ খাইয়া দেখিব, যদি ভাল হয়—আবার কাল লইব, তোমরা বেচিতে আসিও।"

কুমারের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে এক গোয়ালিনী বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! আমাদের ব্যবসাই এই—আমরা এ পাড়া সে পাড়া দুধ যোগাইয়া বেড়াই, আপনি যখন আসিতে বলিতেছেন, অবশ্য কাল আসিব।"

গোয়ালিনীরা চলিয়া গেলে বিশালাক্ষী কুমারকে বলিল "তোমার মত নির্ব্বোধ আর নাই! আজ গয়লার মেয়ের কাছে ঠক্‌লে, দুধের বদলে টাকার কলসী তাহারা লইয়া গেল! ছি ছি, তুমি না পুরুষ মানুষ!

"ঠকা জেতায় জগৎ সংসার। আজ হারিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? কালত আমার জিত হইতে পারে।"

"তোমার যত ক্ষমতা আমারত তা আর জানতে বাকি নাই, মিছে বাক্ চাতুরী রাখ।"

"তা নয়, তা নয়, তুমি কি ভাবিয়াছ—আমি এতই বোকা যে, না বুঝিয়া এতগুলি টাকা নষ্ট করিলাম? ঠিক জানিও আমার শুদে আসলে আদায় আসিবে।"

"বলিহারি বুদ্ধির দৌড়! ওরা কিনা তোমার সমকক্ষ যে একদিন না একদিন উহাদিগকে বাগে পাইবে?"

"ভাল! দেখাই যাউক!"

বিশালাক্ষীর সহিত নীরেন্দ্রের এইরূপ কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। কুহকিনী ভাবিয়া ছিল যে, কুমার এককালে সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়াছে, কিন্তু আজ গোপবালাগণের সহিত তাঁহার ব্যবহারে পাপীয়সী কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধা হইল; অকারণ কতকগুলা টাকা বাহির হইয়া গেল, কৌশলে বিশালাক্ষী এ সমস্ত টাকাই রাজপুত্রের নিকট হইতে হস্তগত করিতে পারিত, কিন্তু কোথা হইতে গোয়ালিনীরা আসিয়া তাহার সাধে বাদ সাধিল, এখনও গোপবালাদিগের তথায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম দিন দেখা সাক্ষাতে যখন কুমারের মনের ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তখন চতুরা বিশালাক্ষী এ কথা নীরেন্দ্রনাথের নিকট অপ্রকাশ রাখিলেও মনে মনে স্থির জানিয়া ছিল। তথাচ যতক্ষণ না পরীক্ষায় ইহার নিগূঢ় মীমাংসা হইতেছে, ততক্ষণ মুখের কথা প্রকাশ করিয়া কথান্তর উপস্থিত করিতে তাহার সাহস কুলায় নাই। পিশাচিনী ইহাও স্থির জানিয়াছিল যে, মোহের ঘোরে কুমার তাহার করগত, চৈতন্য উদয়ে নীরেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি আর চাহিয়াও দেখিবেন না।

(১৮)

পতিব্রতা হেমপ্রভা প্রাণের উদ্বেগে পতির উদ্দেশে বেশ্যার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সহচরীগণের সহিত মিলিত হইয়া কুমারকে সংসারী করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভাল মন্দ সবিশেষ কিছুই বোঝা যায় নাই।

উভয়ের সহিত উভয়ের আদৌ দেখা সাক্ষাৎ নাই, ক্ষণকালের জন্য তিনি যে অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে স্বামীমুখ দর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছে। দুগ্ধ বিক্রয়ের অছিলায় তিনি কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, নীরেন্দ্রনাথ সমস্ত দুগ্ধ ক্রয় করিয়া তাঁহার সম্মান রাখিয়াছেন, মূল্য সম্বন্ধেও কোন কথান্তর হয় নাই, কার্য্যের সূত্রপাতে হেমপ্রভা যে লক্ষণ দেখিয়াছেন, হয়ত সময়ে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। যতক্ষণ না তিনি বিশালাক্ষীকে কুমারের নয়নশূল করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না, এজন্য তিনি মনের ভাব মনেই রাখিয়াছেন। প্রথম দিনে তেমন কথাবার্ত্তা কিছুই হয় নাই, যাহা দুই একটি হইয়াছে, তাহাও ব্যবসায় সম্বন্ধে, এ কথার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আশ্বস্ত হইতে হেমপ্রভা এখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন।

আজ দ্বিতীয় দিন, হেমপ্রভা গোপবালাগণকে স্বতন্ত্র বেশভূষায় সাজাইয়াছেন। পূর্ব্বদিবস যে যে ভাবে সজ্জিতা হইয়াছিল, আজ তাহাদের আর সে পোষাক নাই, সকলেই নূতন সাজে সাজিয়াছে. সকলেরই কক্ষে পূর্ব্বদিনের মত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কলস, সকলেই পূর্ব্ব দিবসের মত সমস্বরে গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে, পূর্ব্ব দিনও

যে পথে যাইয়াছিল, আজও সেই পথে চলিয়াছে। বিশালাক্ষীর গৃহে নীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ তাহাদের উদ্দেশ্য, সেই অভি-প্রায়েই তাহারা সেই বারাঙ্গনার বাটীর অভিমুখে যাইতেছে, সকলেই সমস্বরে গীত গাহিতেছে ঃ—

কি জানি পারি কি হারি !
আকুল প্রাণে ব্যাকুল হয়ে বেড়াই পথে গোপনারী ॥
মনের কথা বলি কা'কে, ব্যথার ব্যথী আছে বা কে,
একথাত যাকে তাকে, সরমে যে বলতে নারি।
কলিতে এ কি কারখানা, বিচারেও কি নাইরে মানা,
আসল নকল যায় না জানা, ভেজাল তোরে বলি হারি।
মুড়ি মিছরি দরে সমান, মানীর যে আর থাকে না মান,
চাইত ইহার উচিত বিধান, দেখি তায় কি করতে পারি ॥

আজও বিশালাক্ষীর গৃহে কুমার আমোদে মত্ত রহিয়াছেন, পূর্ব্ব পরিচিত বামাকণ্ঠ ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি ব্যগ্রভাবে তাহাদিগকে আপনার নিকট ডাকাইয়া পাঠাই-লেন। নীরেন্দ্রনাথ নারীস্বরে মোহিত হইয়াছেন, বিশালাক্ষী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অদ্যকার ব্যাপার সম্যক্‌রূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া রমণী তাঁহার কথায় কোন আপত্তি করিল না।

এদিকে রমণীগণ একে একে সকলেই কুমারের সন্নিকটে উপ-স্থিত হইল। নীরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল তোমরাই দুধ বেচিতে আসিয়াছিলে না, আবার কি?"

"মহাশয়: আমাদের কাজই এই। আমরা গয়লার মেয়ে, দুধ বেচেই জীবন ধারণ করি। আপনার যদি দুধের আবশ্যক থাকে—বলুন, দুধ দিয়া চলিয়া যাই।"

"দুধের আবশ্যক আছে বলিয়াই তোমাদিগকে ডাকাইয়াছি, দুধত লইব, কিন্তু আজ তোমরা যে গান গাইতেছিলে, তাহাত দুধের গান নয়!

"মহাশয়! সব দিন কি সমান যায়, যে দিন যেমন সে দিন তেমন। আপনি যদি গান শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুধের গানই শুনিয়াছেন। আমাদের দুধ ছাড়া আর কি আছে? তবে দিনে দিনে বাজার মন্দা পড়িতেছে, আসল নকলের ভেদাভেদ আর কেহই দেখেন না, জিনিস হলেই হ'ল, কোন্ জিনিসের কেমন তার, তাহার পরীক্ষা করে কয় জন?"

আমি কাল তোমাদের দুধ খাইয়া দেখিয়াছি, তারে মিষ্ট বটে; কিন্তু তা ব'লে এ জিনিস আর কোথাও পাওয়া যায় না, এ কথা আমি বলিতে পারি না।"

"মহাশয়! আমাদেরও সেই কথা, জিনিস পাবেন না কেন? হাটে বাজারের যেখানে যেমন খুঁজবেন, তেমনি পাবেন, তা ব'লে কি আসল জিনিস যেখানে সেখানে পাওয়া যায়?"

কুমারের সহিত গোপনারীগণের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, তিনি তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এ দৃশ্য বিশালাক্ষীর নয়নশূল হইয়া উঠিল। রমণী একবার নীরেন্দ্রনাথের প্রতি, অন্যবার গোপনারীগণের দিকে কটাক্ষপাত করিল। অবগুণ্ঠনবতী হেমপ্রভা গোপনারীগণের সঙ্গেই আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না, তথাচ পিশাচিনীর প্রতি যুবতীর একমাত্র লক্ষ্য রহিয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিয়াছেন, কুমারের সহিত তাঁহার সঙ্গিনীগণের এরূপ কথাবার্ত্তায় কুহকিনী বিরক্ত হইয়াছে। কোন উপায়ে পিশাচিনীর

মায়াচক্র হইতে প্রাণেশ্বরকে উদ্ধার করিবেন, পতিব্রতা এই কার্য্য জীবনের সারব্রত ভাবিয়া আজ বারাঙ্গনা গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন; পাপীয়সীর অঙ্গ ভঙ্গিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে। তথাচ সরমভরে হৃদয়ের উদ্বেগ হৃদয়েই চাপিয়া রাখিয়া, মহাযজ্ঞের আহুতির অপেক্ষায় আছেন। সাধ্বীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বুঝি আর অধিক কাল বিলম্ব হইবে না। এদিকে বিশালাক্ষী কথায় কথায় তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত বচসা আরম্ভ করিল। গোয়ালিনীগণকে নীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং তথায় আহ্বান করিয়াছিলেন; তৎসমক্ষে বিশালাক্ষী তাহাদিগকে অবমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করায় তিনি এককালে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; এবং তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়া সদর্পে উত্তর করিলেন, "উহারা আমার কথায় এখানে আসিয়াছে, উহাদিগকে কোন কথা বলিবার তোমার অধিকার নাই। আমার বিষয় আমি নষ্ট করি বা রাখি, তাহা তোমার মত সাপেক্ষ নহে। তুমি তোমার প্রাপ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ইহা ছাড়া কোন বিষয়ে কোন কথা কহিবার তোমার অধিকার নাই।"

প্রেমিকের মুখে বিশালাক্ষী এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। পিশাচিনী জানিত, কুমার মোহের কুহকে মুগ্ধ হইয়াই তাহাকে আপনার ভাবিয়া আদর যত্ন করিয়া থাকেন; এক্ষণে নীরেন্দ্রনাথের মুখে যেরূপ কথাবার্ত্তা শুনিল, তাহাতে যেন উহার চৈতন্য সঞ্চার হইল; সে আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া সুমিষ্ট বচনে কুমারকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

রাজপুত্র কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া গোপনারীগণের প্রার্থনা মত মূল্য দিয়া সমস্ত দুগ্ধ লইলেন এবং পর দিবস তাঁহাদিগকে

তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আকিঞ্চন করিলেন। নীরেন্দ্রনাথের অনুরোধে এক রমণী উত্তর করিল, "মহাশয়! আপনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট শিষ্টভাব দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমাদের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্টা। আমরা প্রাণের দায়ে আপনার নিকট আসিয়া থাকি; দুই একটা কথায় আমাদের মন বিচলিত হইলেও তাহা দোষ বলিয়া গ্রহণ করি না, কিন্তু আমাদের জন্য আপনি গৃহিণীর অপ্রিয় হইবেন, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে।"

"আমি তোমাদের সহিত আলাপে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের আসিবার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এখানে প্রতিদিন আসিও, তোমাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার না হয়, সে দিকে আমি নিজে দৃষ্টি রাখিব। তোমাদের কোন ভয় নাই বা ভয়ের কারণও দেখি না। আমার কথা অমান্য করিতে পারে, এখানে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না।"

"যদি আপনি আমাদিগকে এতই সাহস দিতেছেন, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কতকটা দাঁড়াইয়া যান। হাজার হউক, আমরা স্ত্রীলোক; আমাদের লজ্জা সরমের ভয় ত আছে; বিশেষ দায়ে পড়িয়াই এ কাজ করিতেছি। নতুবা এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি বাহিরে থাকিতে পারি?"

"দেখিতেছি শুধু দুধ বেচাই তোমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমার মনে হইতেছে, তোমাদের যেন অন্য কোন অভিসন্ধি আছে; কিন্তু আমাকে তোমরা তাহা প্রকাশ করিতেছ না। যদি বলিতে কোন নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

"মহাশয়! আপনি যখন কাল আসিবার কথা বলিয়াছেন, আমরা অবশ্য আসিব। আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমরা

বাড়ী যাই। আমরা গৃহস্থের বধূ, কুলনারী; সে সকল পরিচয় সময়ে জানিতে পারিবেন। এখন বিদায় দিন।"

রাজকুমার তাহাদের কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবল মাত্র আগামী কল্য দেখা সাক্ষাতের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশালাক্ষীর বাটীর নিম্নতল অবধি আসিলেন। গোপনারীগণ বিশালাক্ষীর বাটী হইতে কিছু দূর চলিয়া গেল, নীরেন্দ্রনাথ যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, অনিমেষ নেত্রে তাহাদের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অদ্যকার কথায় বার্ত্তায় রাজকুমারের হৃদয় সমধিক বিচলিত হইল। তিনি গোপনারীগণের মুখে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ও কৌতূহলী রহিলেন। এদিকে মায়াবিনী বিশালাক্ষী কুমারের মনহরণে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিল।

---

(১৯)

সেতারের তার একসুরে বাঁধা থাকিয়া মধুরনিনাদে লোকের চিত্তরঞ্জন করে, কিন্তু তাহার একটীর বন্ধন উন্মুক্ত হইলে আর সে সুমিষ্টস্বর পাওয়া যায় না। নীরেন্দ্রনাথ বিশালাক্ষীর প্রেমে এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সংসার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দিনে দিনে লোপ পাইয়াছিল, তিনি প্রেমময়ীকেই জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়াছিলেন, পিশাচিনীর ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়াছিলেন, সংসারের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না; তিনি একমনে সেই কুহকিনীকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীভাবে ভজিয়াছিলেন, তাহার কথায় নীরেন্দ্রনাথের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছিল। গোপকন্যাগণের সহিত বিশালাক্ষীর কথান্তর হওয়ায় কুমারের

চিত্ত-বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল ; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, সকল বিষয়েই বিশালাক্ষী আপনার প্রভুত্ব দেখাইতে চেষ্টা পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কলুষিত চরিত্র বারাঙ্গনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কালক্রমে তাহার প্রতি আমার আসক্তি প্রকাশেই পিশাচিনীর এতদুর স্পর্দ্ধা হইয়াছে। আজ আমার সমক্ষে গোপনারীগণের অবমাননা করিল, হয় ত সময়ে অন্যের সমক্ষে আমাকে অবমান করিতে পারে। হীন প্রকৃতি নারীর অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। সে আমার বলে বলী হইয়া হয়ত একদিন আমাকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিবে! আমি মোহে অন্ধ হইয়া তাহার প্রতি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম, পিতা মাতা সহধর্ম্মিণী আত্মীয় স্বজন কাহারও মুখের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখি নাই, আমি কুহকিনীকে লইয়াই সংসার সাধ মিটাইতেছিলাম ; ছি! ছি! আমি কি নির্ব্বোধ! আমার মত কাপুরুষ আর জগতে নাই, নতুবা রাজপুত্র হইয়া বেশ্যার দাস, এই হীনভাবে আমার দিনাতিপাত হইতেছিল! আমার জীবনে ধিক! আর এক কথা, এই যে গোপনারীগণ আমার নিকট যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের কিছু গোপনীয় কথা হয়ত ব্যক্ত করিবার আছে, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারা এই পিশাচিনীর ভয়েই কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। যাহা হইবার তাহাই হইবে, আর আমি মায়াবিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া অন্ধ থাকিব না। কুহকিনী আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে, তাহাকে আপনার ভাবিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে এই পরিতাপ সহ্য করিতে হইতেছে। আজ বিশালাক্ষীর সমক্ষেই আমি গোপনারীদিগকে সমধিক আদর যত্ন করিব, কালশাপিনী

আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমারই অনিষ্ট করিবে, এ কার্য্য কখনই হইতে দিব না। আমি তাহার ভালবাসায় মোহিত হইয়াছিলাম, তাহাতে কাপুরুষের পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে! নীরেন্দ্রনাথ এইরূপ বহুক্ষণ বিবিধ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আপনার বর্ত্তমান অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন, বিশালাক্ষীর প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা হৃদয় হইতে দূর হইয়া গেল, কুহকিনীর আর মুখ দেখিবেন না মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

এ দিকে বিশালাক্ষীর ব্যবহারে কুমার যে বিরক্ত হইয়াছিলেন, পিশাচিনী তাহা সম্যক্ রূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল। এত দিন কুমারকে লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিতেছিল, কোন বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয় নাই, সহসা কোথা হইতে গোপনারীগণ আসিয়া তাহার প্রণয়ের পথে কণ্টক হইল, সংশয় উপস্থিত করিল। গত-রাত্রে যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, হয়ত সেই দণ্ডেই কুমারের নিকট তাহাকে যথেষ্ট অবমান ভোগ করিতে হইত. কুহকিনী অনেক কৌশলে কুমারকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ পাপীয়সীর প্রতি বাহ্য বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিলেও মনে মনে যে, সাতি-শয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তাহার অবিদিত রহিল না। পূর্ব্ব রাত্রির মত আজও কুমার গোয়ালিনীদিগকে তথায় আসিবার জন্য আকিঞ্চন করিয়াছেন, তাহাদের আগমনে প্রণয়িনীর যাহাতে মনকষ্ট না উপস্থিত হয়, তৎপ্রতি কুমারের আদৌ লক্ষ্য হয় নাই, প্রেমি-কার মনোরঞ্জনে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। কুমারকে বিপথগামী করিয়া বিশালাক্ষী দশ টাকার সংস্থান করিয়াছে, এক্ষণে নীরেন্দ্র-নাথের সহিত মনান্তর হইলে পাপীয়সী সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু কুমারের বীতানুরাগী হইয়া তাহার

এখানে নিশ্চিন্তে বাস করা এককালে অসম্ভব; তাহাতে কুমার রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, তিনি যে তাহাকে বিনাদণ্ডে মুক্তি-প্রদান করিবেন, কদাচ এরূপ হইতে পারে না। পিশাচিনী আপনার অবস্থা যতই ভাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর ততই তাহার আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

এ দিকে হেমপ্রভা প্রতিদিনই গোপনারীগণের সহিত পতির সাক্ষাৎ উদ্দেশে বিশালাক্ষীর বাটী যাতায়াত করিতেছেন, সাধ্বী-সতী স্বামীর মঙ্গল কামনায় একমনে উদ্দেশ্য সাধনে সংযতা হইয়াছেন, বিপথগামী পতিকে সংসারী করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, নতুবা মন্ত্রীকুমারীর এত আয়াস এত যত্ন সকলই বিফল হইবে। পূর্ব্বরাত্রিতে বিশালাক্ষীর গৃহে কুমারের যে ভাব সতী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; তাহাতে সময়ে তাঁহার হৃদয়ের আশালতা ফলবতী হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি অনেকটা আশ্বাসিতা হইয়াছেন। গোপবালাগণ হেমপ্রভাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছে, তিনি তাহাদের প্রবোধ বচনে আশ্বস্তও হইয়াছেন।

বিশালাক্ষী অন্য দিনের মত বেশ ভূষায় সজ্জিতা, কিন্তু বিষম চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যথিত; বাহ্য লক্ষণে চিত্তবিকারের পরিচয় প্রকাশ না হইলেও সে যে মনকষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। সন্ধ্যার দীপালোকে গৃহের অন্ধকার দূর হইয়াছে, বিশালাক্ষী ক্ষুণ্ণ মনে কুমারের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, কুহকিনী হাব ভাবে নীরেন্দ্রনাথের মন মোহিত করিতে এখনও যত্ন পাইতেছে, এমন সময়ে নীরেন্দ্রনাথ আসিয়া দেখা দিলেন। পাপীয়সী কুমারকে আদর যত্নে অভ্যর্থনা করিতে সযত্ন

হইয়াও নীরেন্দ্রনাথের অনুরাগ লাভে বঞ্চিতা হইল। অভাগিনী বুঝিল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তথাচ কুমারের চিত্তবিনোদনে কোন অংশে ত্রুটি করিল না। নীরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আজ প্রশান্ত, বিশালাক্ষীর কথায় অন্য দিন কুমার এককালে মোহিত হইয়া যান, আজ প্রণয়িনীর সাধ্য সাধানায় তাঁহার সে ভাব লক্ষিত হইতেছে না, তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি দুই একটী কথায় উত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন।

বিশালাক্ষীর সহিত কুমার এইভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে গোপনারীগণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন; তিনি সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণেই সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় স্বয়ং গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এভাবে তাঁহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অবিলম্বে গোপনারীগণ গীত গাইতে গাইতে তথায় আসিল ;—

আশার গাছে ফুল ফুটেছে আমোদের আর সীমা নাই।
মনের মানুষ পাইবা খুঁজে—হৃদয় মাঝে জাগছে তাই।
অবোধ প্রাণে প্রবোধ দিতে, আপন জনে খুঁজে নিতে,
এসেছি যে কাজ সারিতে, বজায় করে বরকে যাই।
পতির সোহাগ চায় যে সতী, রাজপথে তার এ দুর্গতি,
হওহে সদয় নারীর প্রতি বারেক যেন দেখা পাই।
আকুল প্রাণের এ নিশানা, মানে না সে কোন মানা,
এ প্রেমে যে দেয় গো হানা, তার মুখেতে পড়ুক ছাই।

পূর্ব্ব রাত্রির গীতেই কুমার গোপবালাগণের প্রতি কথঞ্চিৎ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদের সুমধুর সঙ্গীতে তাঁহার প্রাণ অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল, তিনি অন্য দিন তাহাদিগকে উপরে লইয়া আসিয়া কথা বার্ত্তা কহেন, বিশালাক্ষীর

সহিত তাঁহার মনান্তর হইয়াছে, তাহাদিগকে উপরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে সে বিবাদের সমধিক বৃদ্ধি হইতে পারে, সে বাদ বিসম্বাদে কুমারের এখন আর ইচ্ছা নাই। তিনি বিশালাক্ষীর সহবাস নরক যন্ত্রণা জ্ঞানে তদ্দণ্ডে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বিশালাক্ষী নীরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে চলিল, কিন্তু নিমেষ মধ্যে কুমার সেই বেশ্যার বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কুহকিনী দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া কুমারের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তথাচ নীরেন্দ্রনাথ আর তাহার প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন না।

গোপনারীগণ কুমারকে তাহাদের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, কিন্তু রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে আলাপ পরিচয় করিতে সকলেই যেন কুণ্ঠিত ভাব দেখাইল, নীরেন্দ্র রমণীগণের মনের ভাব জানিতে পারিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন। দেখিতে দেখিতে গোপনারীগণ একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কুমার তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলেন, একে একে রমণীদল সেই বাটীর প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে, তিনি আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ব্যাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমিও কি আপনাদের সঙ্গে যাইব ?"

কুমারের কথায় একজন গোপললনা প্রত্যুত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমরা কুলনারী, বিশেষ দায়ে পড়িয়াই পথের বাহির হইয়াছিলাম, আমাদের সহিত দেখা সাক্ষাতে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক কল্য আসিবেন। অকস্মাৎ পুরুষ মানুষকে গৃহে আনিলে আমাদিগকে লোকের নিকট নিন্দিত হইতে হইবে।"

নী। আপনার কথায় আমার দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য নাই। জানি না, আপনারা কাহার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, তবে প্রকাশ, আপনারা কোন দায়গ্রস্ত হইয়াই এরূপ পথে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ কি বিপদ ঘটিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গো-না। মহাশয়! যখন আমাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য আপনি আকিঞ্চন করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। আজ এই পর্য্যন্তই থাক, কল্য আসিবেন; আমাদেরও সেই আকিঞ্চন।

নীরেন্দ্রনাথ গোপনারীর কথায় কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইলেন; তাহাদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় নাই, তিন বার মাত্র সন্ধ্যার পর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। যখন তাহারাই তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদের বাটী প্রবেশে সাহসী হইলেন না, কিন্তু এ রহস্যের অন্তর্ভেদ জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন চিত্তে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। গোপনারীগণ এতক্ষণ দ্বারদেশে কুমারের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল, এক্ষণে গৃহে প্রবেশ করিল।

---

(২০)

মন্ত্রীকুমারী হেমপ্রভা প্রাণকান্তের সাক্ষাৎ উদ্দেশে এতাবৎকাল উৎকণ্ঠিত চিত্তে যাপন করিতে ছিলেন, এক্ষণে বিশালাক্ষীর সহিত কুমারের আর সে সদ্ভাব নাই। পিশাচিনীর প্রকৃত পরিচয় তিনি অবগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রণয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, যাহাকে আপনার জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন, তাহার প্রতি সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে, এ অবস্থায় স্বামীর

সহিত দেখা সাক্ষাতে কুমার পতিব্রতা অঙ্কলক্ষ্মীকে স্নেহচক্ষে দৃষ্টিপাত করিবেন, প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না; তথাচ তিনি পতির প্রকৃত মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য জনৈক বৃদ্ধাকে সহায় অবলম্বন করিলেন।

অদ্য নীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিবেন, প্রকৃত পরিচয় স্বামী স্ত্রীর মনে মনে অবধারিত থাকিলেও উভয়ের সহিত উভয়ের আদৌ আলাপ পরিচয় নাই। লম্পট কুমার এতদিন বেশ্যা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কাটাইয়াছেন, রাজপুত্র হইয়াও সামাজিক কাজ কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, কুহকিনী বিশালাক্ষী তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিল। প্রেমিক প্রেমিকার কথা প্রসঙ্গে উভয়ের সহিত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বিশালাক্ষীর স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি। কুমার তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, সাধ্য সাধনায় তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য কুহকিনী কোন অংশেই ত্রুটি করিবে না, উভয়ের সহিত দেখা সাক্ষাতের পূর্ব্বেই যদি কুমার সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুরক্ত হন, প্রিয়তমার পবিত্র প্রণয়ডোরে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে বিশালাক্ষী আর নীরেন্দ্রনাথকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিবে না।

কুমার স্বেচ্ছায় গোপনারীগণের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তাহারা কে, কি জন্যই বা তাহারা এরূপ ভাবে তাঁহার সহিত সহসা আলাপ করিল, এ সকল বিষয় জানিবার জন্য তিনি যখন একান্ত অধীর হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার বিলাসিনী বিশালাক্ষীর সহিত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় যে পরম রূপবতী সর্ব্বগুণসম্পন্না

ভার্য্যার প্রেমাকিঞ্চনে উপেক্ষা করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাতে কুমার বিশালাক্ষীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই আত্মীয় স্বজন সকলের প্রতি বীতানুরাগী হইয়াছেন, বৃদ্ধ পিতার জীবনান্তে তিনিই অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন, প্রজাবর্গের শাসন পালন সকল ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইবে, এ সকল বিষয় আদৌ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। পত্নীর সহিত তাঁহার মনো-মিলন হইলে তিনি সংসার ধর্ম্ম সকল দিক বজায় রাখিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারিবেন।

পতি পত্নী উভয়ের একত্র মিলিত হইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে হেমপ্রভা এক্ষণে পূর্ণ যুবতী, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে পতি-প্রেমে বঞ্চিতা হইয়া মনের কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন। স্বামী যদি তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তিনি জীবন সার্থক করিবেন, নিমেষে তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। তিনি প্রাণনাথের আগমন প্রতীক্ষায় নব সাজে সজ্জিতা হইয়াছেন। গোপনারীবৃন্দ এক্ষণে তাঁহার প্রিয়সহচরী, তিনি তাহাদের সহায়েই বিপথগামী পতিকে উদ্ধার করিয়া সংসারী করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। মন্ত্রীকুমারীর সহিত তাহারাও সুচারু বেশ ভূষায় সুশোভিতা হই-য়াছে, সকলেই কুমারের দর্শন আশায় উৎফুল্ল নেত্রে অপেক্ষা করিতেছে।

রাজপ্রাসাদে হেমপ্রভা গোপনারীগণকে লইয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করিতেছেন। যে যে জিনিসে গৃহ সজ্জিত হইতে পারে, তথায় তাহার কোন বস্তুরই অভাব নাই। সন্ধ্যার সমা-গমেই দীপালোকে গৃহ গুলি আলোকিত হইয়াছে। যে গৃহে হেমপ্রভা স্বামীর সহিত দেখা করিবেন, অন্যান্য গৃহাপেক্ষা সেটী

অধিকতর সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। মন্ত্রীকুমারী যে বৃদ্ধার সহায়ে এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহার নিকট আপনার ও কুমারের আদ্যোপান্ত বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। কুমার আসন গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা উপকথাচ্ছলে সেই আখ্যায়িকার উল্লেখ করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এদিকে কুমার অন্য দিন যে সময়ে বিশালাক্ষীর বাটীতে আসিয়া থাকেন, আজ তাহার পূর্ব্বেই তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, কি এক অভূতপূর্ব্ব রহস্যে তাঁহার হৃদয় যেন উদ্বেলিত হইতেছে; তিনি যতক্ষণ না গোপনারীগণের সহিত প্রকাশ্যভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার অস্থির হৃদয় কিছুতেই শান্তি লাভ করিতেছে না। কুমার সন্ধ্যার অনতিবিলম্বেই গোপনারীগণের কথামত সেই বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাদের দুই একজন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিল, কুমার সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা সাদরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল।

একটী সুসজ্জিত সুবিস্তৃত গৃহে নীরেন্দ্রনাথ আসন পরিগ্রহ করিলে, গোপনারীগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল; তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় তৃপ্তিলাভ করিলেন। তথায় এক অপূর্ব্ব কান্তি দিব্য-লাবণ্যা যুবতীর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আকৃষ্ট হইল। অদ্য তিন দিবস বিশালাক্ষীর বাটীতে গোপনারীগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু এরূপ ভাবে তাহাদের সহিত মিলিত হইবার তাঁহার এই প্রথম সুযোগ! কুমার সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, কিন্তু যে রমণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হইল, যাঁহার রূপসাগরে ডুবিয়া তিনি আত্মহারা হইলেন, তাঁহার সহিত

কথোপকনের বিশেষ সুবিধা পাইলেন না, অধিকন্তু অন্যান্য কামিনীগণ যে ভাবে মিলিত হইল, সে যুবতীর হাবভাবে সে ভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। আলাপ পরিচয়ে কুমার সকলকেই দেখিলেন, সকলেরই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইল, কিন্তু যাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন পাইয়াও রাজপুত্রের মনসাধ পূরিল না; যুবতীর প্রতি যতই সতৃষ্ণ নয়নে চাহেন, ততই তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য কুমার অধীর হইতে লাগিলেন; অথচ পরনারীর মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে সে ভাবে চাহিয়া থাকিতে ভদ্রোচিত লজ্জায় তাঁহাকে কথঞ্চিৎ অপ্রস্তুত করিল। রমণী অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু যুবতীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য যেন পরিধেয় বস্ত্র ভেদ করিয়া বিকীর্ণ হইতেছে। কুমার সতৃষ্ণ নয়নে যুবতীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখেন, পরক্ষণে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লন, একারণ তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করিল না, তাহাতে রমণীর বদনমণ্ডল বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকায় দর্শনসুখ উপভোগও তাঁহার সম্পূর্ণ হইল না।

কুমার হেমপ্রভার প্রতি সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, এক গোপবালা তাঁহাকে পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! দেখিতেছেন কি?"

"রূপ! প্রবৃত্তি বলে—দেখিয়া কাজ নাই, নয়ন কিন্তু সে মানা মানে না, একবার দেখিয়া তাহার সাধ মিটে না, সে দিবানিশা অবিরত দেখিতে চায়।"

"এ আপনার কেমন কথা! মনের বাসনা আঁখিতে প্রকাশ; আপনার যদি দেখিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে এদিকে নয়ন ফিরাইতেছেন কেন?"

"ভদ্রে! আমি তোমার কথায় হার মানিলাম। তুমি আমার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছ। এখন জিজ্ঞাস্য—এই অবগুণ্ঠনবতী যুবতীটী কে?"

"মহাশয়! সবুরে মেওয়া ফলে, ব্যস্ত হইতেছেন কেন? কিছুক্ষণ পরেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। আমাদের আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইবে না।"

"আপনাদের কথামত আমি আজ এখানে আসিয়াছি। পরিচয়ে জানিয়াছি—আপনারা কুলবালা, তবে আমাকে লইয়া এরূপ রঙ্গ করিতেছেন কেন?"

"আপনি রসিক পুরুষ! একটু রসিকতা না করিলে, আপনার মন বসিবে কি?"

"আমায় মার্জ্জনা করুন। আর পরিহাস করিবেন না। আমি আপনাদের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াই এখানে আসিয়াছি।"

এইরূপ আলাপ পরিচয়ে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া যাইলে, হেমপ্রভার ইঙ্গিতে বৃদ্ধা আখ্যায়িকাচ্ছলে কুমার সমীপে তদীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। বৃদ্ধার মুখে উপকথা শুনিয়া নীরেন্দ্রনাথ আত্ম-কাহিনী বিবৃত হইতেছে স্থির জানিয়া, প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ জন্য এককালে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। পতিব্রতা তাঁহার জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, রাজকন্যা ও রাজকুলবধূ হইয়া তাঁহাকে স্বামীর দর্শন আশায় বেশ্যাগৃহে উপস্থিত হইতে হইয়াছে জানিয়া, নীরেন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীর বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয় এককালে অধীর হইয়া উঠিল; তিনি চিত্তসংযমে যথাশক্তি চেষ্টিত হইয়াও অবশেষে হৃদয়াবেগ কিছুতেই

সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বন্যার প্রবাহ মত তাঁহার চিত্ত উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধার গল্প শেষ হইতে না হইতে কুমার সোৎসাহে উত্তর করিলেন, "আর না, আর না! যথেষ্ট হইয়াছে, আমি নিতান্ত মূঢ়, তাই কাঞ্চন বিনিময়ে কাচের আদর করিয়াছিলাম! প্রতিপ্রাণা স্বাধীসতীর হৃদয়ে এরূপ কষ্ট দিয়াছি, আমার মত মহাপাতকী এ জগতে আর নাই। আমি যে কুহকিনী বেশ্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে বসিয়াছিলাম, আজ তাহার যথেষ্ট প্রতিফল পাইয়াছি, আমার জন্যই সোণার সংসার ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। পিশাচিনী বিশালাক্ষীই আমার প্রণয়পথের একমাত্র কণ্টক, আমি সেই মায়াবিনীর কুহকে পতিত হইয়াই আত্ম-বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছিলাম, বিপথগামী এ হতভাগ্যের জন্যই আমার জীবনসর্ব্বস্ব সংসারসঙ্গিনী স্বর্ণপ্রতিমা প্রিয়তমা হেমপ্রভার এই লাঞ্ছনা! আমার জীবনে ধিক্!"

কুমারকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে দেখিয়া পতিপ্রাণা হেমপ্রভা সসম্ভ্রমে স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন, আনন্দাশ্রুতে রমণীর হৃদয়দেশ ভাসিয়া গেল; তিনি সুকোমল করযুগল দ্বারা পতির চরণদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "কুমার! প্রাণেশ্বর! প্রভু! ঘটনাচক্রে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য পরিতাপের আর প্রয়োজন কি? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী—দাসী; পতি সহস্র দোষে দোষী হইলেও পত্নীর আদরের ও আরাধ্যের বস্তু। দাসীকে এরূপ অনুরোধ উপরোধ করিয়া নিরয়গামী করিবেন না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, আপনার যে সুমতি হইয়াছে, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।"

নীরেন্দ্র। প্রিয়তমে! আমি নরকের কীট, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! আমি ঘোর নারকী, তাই পতিপ্রাণা প্রেয়সীর প্রাণে এই কষ্ট দিয়াছি। তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে?

হেমপ্রভা। নাথ, প্রভু! হৃদয়েশ্বর! তুমিই আমার জীবন সর্ব্বস্ব, আমি তোমার দাসী; এরূপ অনুনয় বিনয়বাক্যে আমাকে কেন কলুষিত করিতেছেন?

কুমারের আত্মকাহিনী প্রকাশমাত্রেই বৃদ্ধা ও অন্যান্য রমণীগণ গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়াছিল, তথায় পতি পত্নী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। এক্ষণে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া মনের আবেগে কত কথাই কহিতে লাগিলেন। বিবাহাবধি হেমপ্রভা স্বামী সুখসম্ভোগ করেন নাই, এক্ষণে পতিকে পাইয়া তিনি মনের সাধে কত কথাবর্ত্তা কহিতে লাগিলেন, সে কথার আর বিরাম নাই। এক বিষয়ের কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে, অন্য কথার উত্থাপন হয়, বহুদিনের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ের শুভ সম্মিলন। হেম-প্রভা এতদিন যে স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, পতিবিয়োগ বিধুরা যুবতী মনের কষ্ট মনেই সম্বরণ করিতেছিলেন, আজ সতীর পক্ষে তাপিত হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হইয়াছে, মেঘে বিজলী খেলি-য়াছে। যুবকযুবতী আনন্দ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, হেমপ্রভার যত্নে বহুদিনের রোপিত আশালতা আজ মুঞ্জরিত হইয়াছে! স্ত্রী-পুরুষের মনের সাধ, বন্ধন বিমুক্ত স্রোতস্বতীর ন্যায় আনন্দে উথলিয়া উঠিল; আনন্দ উৎসবে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল।

হেমপ্রভার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল, গোপনারীগণ কয়েক দিবস যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিল; এক্ষণে তাহাদের আনন্দেরও সীমা রহিল না।

উপসংহার।

পতনোন্মুখসংসার রক্ষা হইল। বিকৃতগতি নীরেন্দ্রনাথ সহ-ধর্ম্মিণীসহ মিলিত হইয়া মনের সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। যে গোপনারীগণ হেমপ্রভার সদুদ্দেশ্যে সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই রাজমহিষীর নিকট আশাতীত পুরস্কার লাভ করিল। বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রের মতি গতি দেখিয়া সংসারের প্রতি এককালে বীতানুরাগ হইয়াছিলেন; এক্ষণে কুললক্ষ্মীবধূমাতার বুদ্ধিকৌশলে হারানিধি পথভ্রান্ত কুমারকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিলেন। দিন দিন সংসারের প্রতি কুমারের অনুরাগ দর্শনে রাজকীয় সমস্ত কার্য্যভার ভূপতি পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হেমপ্রভার পিতা জামাতার জন্য বিশেষ দুঃখিত ছিলেন, এক্ষণে কুমার সংসারী হইয়াছেন, বিষয় কার্য্যে মন দিতেছেন, সংসারের সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। দিনে দিনে কুমারের সদনুষ্ঠানে রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোন বিষয়ে কাহারও কোন অভিযোগ বা দুঃখ প্রকাশের কারণ রহিল না।

নীরেন্দ্রনাথ পতিপ্রাণা হেমপ্রভাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন, পতিপত্নী উভয়েরই মনের সুখে দিনযাপিত হইতে লাগিল। সম্বৎসরের মধ্যেই প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ হেমপ্রভা পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। সংসারে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

যে দিন কুমার বিশালাক্ষীর গৃহ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিনই কুহকিনী বুঝিয়া ছিল যে, তাহার আশা ভরসা

সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে পাপীয়সী প্রাণরক্ষার উপায়ানু-সন্ধানের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ হেমপ্রভার সহিত মিলিত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে পাপীয়সীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। বিশালাক্ষী তৎসমীপে নীত হইলে কুমার তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। বিশালাক্ষীর কুমন্ত্রণায় কুমার কুপথগামী হইয়াছিলেন, এক্ষণে নীরেন্দ্রনাথের আর সে মতিগতি নাই! বিশালাক্ষী কুমারের কথায় কোন দ্বিরুক্তি করিল না, প্রতিমুহূর্ত্তেই কৃত অপরাধ জন্য দণ্ডভোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। পিশাচিনীকে এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, কুমারের আদেশমত প্রহরীগণ বিশালাক্ষীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে তথা হইতে লইয়া গেল।

বিশালাক্ষীর প্রতি কোন প্রকার দণ্ডবিধান হয় পতিপ্রাণা সরলা হেমপ্রভার এরূপ আদৌ ইচ্ছা ছিলনা, তিনি স্বামীকে এপ্রকার নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। নীরেন্দ্রনাথ পিশাচিনীর ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইলেও প্রিয়তমার ...ষধ বাক্যে কোন রূপ দণ্ড দানে ক্ষান্ত রহিলেন।

বারবিলাসিনীর প্ররোচনায় সোণার সংসার নষ্ট হইবার উপ-ক্রম হইয়াছিল, পাপীয়সীর নিগ্রহে শোভা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির সহিত স্বল্পদিনেই রাজ্যের পূর্ব্বকীর্ত্তি সংরক্ষিত হইল। হেমপ্রভার একপক্ষে পিত্রালয়, অন্য পক্ষে শশুরের বাটী সকলেই মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।